চরিত্র

(পুরুষ)

শ্রীকৃষ্ণ

মহাদেব

নীলধ্বজ ... ... মাহিষ্মতী-অধিপতি।

প্রবীব ... ... ঐ পুত্র (যুবরাজ)।

অগ্নি ... ... ঐ জামাতা।

বিদূষক ... ... ঐ বয়স্য।

ভীম ... .. মধ্যম পাণ্ডব।

অর্জ্জুন .. ... তৃতীয় পাণ্ডব।

বৃষকেতু .. ... কর্ণ-পুত্র।

অনুশাল্ব . .. দৈত্যাধিপতি (পাণ্ডব-বন্ধু)।

উলুক ... ... জনাব ভ্রাতা।

কাম, গঙ্গারক্ষকদ্বয়, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, ভৈবব, দূতগণ, প্রমথগণ, সৈন্যগণ, রাখালবালকগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

জনা ... .. নীলধ্বজের মহিষী।

স্বাহা ... ... ঐ কন্যা (অগ্নির স্ত্রী)।

মদনমঞ্জরী ... .. প্রবীরের স্ত্রী।

বসন্তকুমারী ... ... ঐ সখী।

নায়িকা ... ... দুর্গার সখী।

ব্রাহ্মণী ... ... বিদূষকেব স্ত্রী।

গঙ্গা, রতি, পরিচারিকা, সখীগণ, ডাকিনী ও যোগিনীগণ, গোপিনী-গণ, ইত্যাদি।

জনা

(পৌরাণিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক।

নীলধ্বজ। কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নব-ঘন কায়
বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।

অগ্নি। চিন্তা দূর কর, মহারাজ,
আশা তব অচিরে পূরিবে।

জনা। নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যজি প্রাণবায়ু,
ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন ;
বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি—
মা'র কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।

অগ্নি। মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়।

প্রবীর। তব যোগ্য বীর সনে সদা রণ-সাধ,
চিরদিন আছে এ বিষাদ,
সমকক্ষ বীর না মিলিল!
বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি,
মরি কিম্বা মারি,
মিটুক সমর-বাঞ্ছা মোর।

অগ্নি। শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।

স্বাহা। তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ,
পতি মাত্র গতি অবলার,
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।

অগ্নি। প্রেমে বাঁধা প্রণয়িনী আছি তব পাশে ;
শুন প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি,
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ,
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।
ভাব-চক্ষে হের গুণবতি,
দানি পূর্ব্বস্মৃতি,—
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন করেছেন অর্পণ তোমায়,

বহু ভাগ্য মানি' হৃদি-বিলাসিনি,
করিয়াছি সে দান গ্রহণ।
তুমি বসুমতী,
লক্ষ্মীশাপে কন্যারূপে পাইলা নরপতি ;
বার বার অবতার হ'য়ে নারায়ণ,
তব বক্ষে করিবে ভ্রমণ।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে হেরি' সিংহাসনে,
হ'য়েছিল সাধ তব মনে—
মাধবের রাজীব-চরণ
ধরিতে হৃদয়মাঝে ;
ঈর্ষ্যায় মাধবপ্রিয়া দিলা অভিশাপ,
'নীলধ্বজ ঝিয়ারী হইবে।'
কিন্তু,
বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি কল্পতরু-শ্যাম,
কারও প্রতি কভু নহে বাম,
পৃথ্বী-রূপে ধর-বক্ষে মাধব-চরণ।
শুন রাজা,
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,
নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে,
পূরাবেন বাসনা সবার ,
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান,
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।

[অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কি হে তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে ?

বিদূ। তোমার ভাব বুঝ্ছি।

অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না?

বিদূ। আজ দেখ্ছি, তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়,—কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।

অগ্নি। দূর মূর্খ!

বিদূ। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সট্‌কাচ্ছ।

অগ্নি। আমি যা করি, তুই কেমন ক'রে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়।

বিদূ। আমিই কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধান্‌কাণা, শুন্‌বে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা? —পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তার পর বৃন্দাবনে ঝুঁকে— গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা; আর বাধা?—তাঁর কাঁদা সার, একশ বচ্ছর দেখ্‌লেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা-পার, কাণ দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার।

অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কৃষ্ণনিন্দা কচ্ছিস্!

বিদূ। নিন্দে কেন, তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান—জ্বালান আগুন; যদি পদার্পণ হলো মথুরায়, অম্‌নি সেখানে উঠ্‌লো হায় হায়! পরে কৃপাময় হ'লেন পাণ্ডবসখা—বেজায় পিরীত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন! তাই ভাবছি, এমন সুখের মাহিষ্মতী পুরী, উদয় হ'য়ে শ্রীহরি, না জানি কি কারখানা-টাই কর্‌বেন। আমায় যদি বর দাও ত শোন, যদি সট্‌কাতে চাও ত সটকাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও,

তোমার গায়ে জল ঢেলে দেব। ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে, আর রাজ্যটা ছারখার দেবে।

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে এ কথা সাজে না। হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণতরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন; যে তাঁর পদাশ্রয় পায়, তার ভবের বন্ধন ঘুচে যায়।

বিদূ। সে বহুকাল থেকে দেখে আস্‌ছি,—যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা, তুমি অচিরে তাঁর রাঙ্গা পায়ে স্থান পাবে।

বিদূ। তোমার সাতগুষ্ঠী সে স্থান পাক্, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্। হুতাশন, নির্ব্বাণ হ'য়ে পরম শান্তি লাভ কর,—আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ। কৃষ্ণভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না। তা নইলে তোমায় সাফ বল্‌ছি, আমি বামুনের ছেলে, হোম ক'রতে তোমায় আবাহন ক'রে ঘি'র বদলে জল ঢেলে দেব।

অগ্নি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?

বিদূ। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশ বার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে ত'রে যায়! আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

অগ্নি। ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম!
হরিভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে!
এক নামে মুক্তি পায় নরে,

এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।
হে ব্রাহ্মণ, অসামান্য বিশ্বাস তোমার,
তুমি যার হিতকারী তার কিবা ডর!
রণে বনে দুর্গমে সে তরে,
অন্তে পায় হরির চরণ।

বিদূ। যেও না দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন, আগাগোড়া তা বুঝে নিয়েছ, মোণ্ডা পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় কাজ নেই; তুমি বল যে রাজার কোন ভয় নেই, তার পর লক্‌লকে জিব বা'র ক'রে ঘি খাও, আমায় একটু দাও বা না দাও, ভালমন্দ একটা ব'লে যাও।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা নাই।

বিদূ। আমার সদয় নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার ব'লে যাও, রাজার কোন ভয় নেই; দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাজার কোন ভয় নেই।

বিদূ। তবে দেবতা তোমায়, প্রণাম করি, আস্তে আস্তে সরি।

[প্রস্থান।

অগ্নি। দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ।

সখিগণ।— (গীত)

নটমল্লার (মিশ্র)—খেম্‌টা।

প্রাণ কেমন কেমন করে স্বজনি।
কেন এল না গুণমণি॥
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালো কমল-মালা বল এলো কই,
কোমল প্রাণে কত সই,
কেন এল না বল না, আনি গে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি॥

মদনমঞ্জরী। সখি, আজ আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না, আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে, তিনি কেন এখনও এলেন না ?

বসন্ত। আমার নয়ন-মণি, গুণমণি, না হেরে প্রাণ কেমন করে ;
কে লো হায় নিদয় হ'য়ে, হৃদয়-নিধি রাখ্‌লে ধ'রে।
যদি সে যত্ন করে, রাখুক ধ'রে, তায়ত আমার নাইকো মানা ;
বারেক হেরে ফিরে দেব, একবার এনে প্রাণ বাঁচা না।
দেখ্‌ব কেবল চোখের দেখা, তারি রতন থাক্‌বে তারই ;
পলকে প্রলয় আমার, না দেখে কি রইতে পারি ?
শুকালো ফুলের মালা, প্রাণের জ্বালা বাড়্‌লো তত,
যদি সই না পাই তারে, দেখে জুড়ুই কতক মত।
সে লো সই নয় লো আমার, মজেছি সই আমার জেনে,
বলে দে জানিস যদি, কি নিয়ে সই তারে কেনে ?

বুঝি হায় অযতনে, অভিমানে গেছে চলে ;
যা লো যা আন্‌লো তারে, মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'লে।

মদনমঞ্জরী। সত্যি আজ—

বসন্ত। সত্যি নয় ত কি মিছে ?
ও লো সই, সত্যি বলি, মনের কলি ফুটেছে হায় যারে দেখে ;
বল না, মন কি বোঝে, চোখের আড়ে তারে রেখে ?
পল ব'য়ে যায় যুগের মত, সে বিনা সব দেখি আঁধার ;
আমি তার আমার জানি, বিকিয়ে পায় হয়েছি তার।
সে যদি সই, পায়ে ঠেলে, প্রাণে বড় দাগা লাগে ;
মনে হয়, পর ত সে নয়, সে যে আমার প্রাণে জাগে।

মদনমঞ্জরী। সই,
পরিহাস কর পরিহার।
কে জানে লো কেন কাঁদে প্রাণ,
যেন সদাগার শূন্যময় মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি।
কেন লো স্বজনি,
গুণমণি এখন' এলো না !
নহে সখি, প্রেমের প্রলাপ,
ছার প্রেম ক্ষার দিই তায়,
প্রাণনাথ থাকুন কুশলে,
নাহি চাই ভালবাসা মিষ্ট সম্ভাষণ,
নাহি চাই দরশন তার।
প্রাণপতি আছেন কুশলে,
যদি কেহ বলে,
যাই চ'লে নিবিড় অরণ্য মাঝে।

সই, নহি আব প্রয়াসী তাঁহাব ;
কেন হৃদিপদ্মে উঠে হাহাকাব,
যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে,
সিন্দূর মলিন যেন শিরে।
যাও, সখি, যাও—
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন গুন্ গুন্ ধ্বনি,
যেন কে বমণী কাঁদে শোকাতুবা ;
সেই স্ববে এক তাবে কাঁদে মম প্রাণ !
স্বজনি লো এনে দাও প্রাণেশ্ববে।

বসন্ত। ও লো তোব নিত্যি নূতন ঢং,
বালাই বালাই ছাই মুখে তোব একি আবাব রং।
অমন কথা বল্‌বি যদি আব,
চলে যাব তোব সোহাগেব মুখে দিয়ে ক্ষার।
তোব মনের মুখে নুড়ো জ্বালি, মন নিয়ে তুই থাক ;
আব কি খুঁজে পাও নি সোহাগ ? এমন সোহাগ বাখ :

মদনমঞ্জবী। সই !
শুন শুন এখন' সে বোদনেব ধ্বনি,
দূবে ক্ষীণস্ববে কাঁদে কে রমণী।
ওই শুন ওই শুন,
প্রাণ আব বুঝাইতে নাবি !
যাও ত্ববা ত্ববি,
দেখ কোথা প্রাণেশ্বব মম।
ওই শুন ওই শুন,
পুনঃ পুনঃ উঠে মৃদু বোল ;

কেন কাঁদে অন্তর আমার !
কি হলো কি হলো,
মন না বুঝিতে পারি ;
বল, সখি, এ কি বিড়ম্বনা,
প্রাণনাথ কেন লো এলো না !
চল যাই, দেখি কোথা পাই,
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন ।

(নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া)

বসন্ত । আয় লো আয়,
নিয়ে ছ'জনার বালাই আমরা চলে যাই ;
প্রাণনাথ এলো কি না ভাব্‌ছ তাই ?
এক্‌লা বসে নিরিবিলি চিরকাল ভোগ কর ।

(গীত)

হাম্বির-মিশ্র—ত্রিতালি ।

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো !
টেনেছ প্রেমের ডুরি, লুকিয়ে কোথায় থাকবে বল ?
ওলো এত কি মানা, হাতে ধ'রে কাছে বসা না,
নইলে সই, বল্‌বে বঁধু, সোহাগ জানে না ,—
ও লো গরব কিসের তোর,
যার গরবে গরবিণী কর্ তারে আদর ;
থাক্ থাক্ মান ভুলে রাগ,, মানে কিলো এল গেল !

(প্রবীরের প্রবেশ)

প্রবীর । কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি,
প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে,

কেন আঁখিজল ঝরে অবিরল,
কেন বিধুমুখে হাসি না নেহারি ?
কেন লো করেছ অভিমান !
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হয়েছ ?
অন্তরে অন্তরে, চাঁদমুখ তোমার বিহরে,
তোরই তরে দেরী এত।
মুছ আঁখিজল, মন-প্রাণ হতেছে বিকল,
তোল মুখ, হেসে কথা কও,
কেন অধোমুখে রও,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

মদনমঞ্জরী। রাখ রাখ মিনতি আমার,
প্রাণনাথ, কত বল, বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে—
তবু কেন হুতাশে পরাণ কাঁদে,
বল বল কি হলো আমার !

বীর। বিলম্ব যেহেতু মম, শুন লো প্রেয়সি,—
রাজপথে করিতে ভ্রমণ,
সর্ব্বসুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে,
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে।
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল-সাজে সাজি,
সাধ হলো ধ'রে আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে।
হাওয়ায় হারায় বলবান হয়,

ছুটিলাম পাছে পাছে তার ;
শ্রমজল ঝরে অনিবার,
তবু পাছে ধাই তার ;
পাছে করি বহু বনরাজী—
ধরিলাম বাজী,
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

মদনমঞ্জরী। আচম্বিতে কোথা হতে এলো হেন হয়,
ভয় হয় - মায়া ত এ নয় !

প্রবীর। চিন্তা ত্যজ সুবদনি, মায়া ইহা নয়।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির,
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,
অর্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহঙ্কারে,—
'ঘোড়া যে ধরিবে,
ফাল্গুনী বধিবে তারে'।

মদনমঞ্জরী। পায়ে ধরি, প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি !
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি,—
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী।
খাণ্ডব-দাহনে
পরাজয় ক'রেছিল দেবগণে ;
বাহু-যুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব-অরি নিবাতকবচে নিপাতিল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয়,
সর্ব্বত্র বিজয়,

সেই হেতু বিজয় তাহার নাম।

প্রবীর। জানি, সতি, মহারথী বীর ধনঞ্জয়।
অনলের বরে,
হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,
এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ।

মদনমঞ্জরী। বুঝিতে কি চাও, প্রভু, অর্জ্জুনের সনে ?

প্রবীর। চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে ?
সত্য যেই ক্ষত্রিয়নন্দন,
রণ তার চির আকিঞ্চন ;
উচ্চ অধিকার—
ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার,
সম মান জীবনে মরণে।
হ'লে রণজয়, মান্য লোকময়,
পড়িলে সমরে দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে।
তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী,
সমরে কি ডর তব ?
রণসাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে,
হাসিমুখে সমরে যাইতে কহে।

মদনমঞ্জরী। রাখ, নাথ, দাসীর মিনতি,
ছেড়ে দাও হয়,
পাণ্ডবসংহতি ক'রো না ক'রো না বাদ।
পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে,
নারায়ণ রথের সারথি,
ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়।

প্রবীর। হেন হেয় পতি সাধ কি রে তোর ?

অহঙ্কারে ধরিযাছি ঘোড়া,
প্রাণভয়ে দিব ছেড়ে ?
সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।

মদনমঞ্জরী। ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি, পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।

প্রবীর। নিজ কর্ম্ম করিলে সাধন,
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার,
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বড় প্রীতি তাঁর ;
তবে কেন ভাব অকারণ ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।
যাও, প্রিয়ে, মাতার সদন,
পিতৃসন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচার।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ কেন, সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা,
দাসে আসি দিলে দরশন!
ও রাজীব-চরণ-প্রসাদে,
করিতেছি অনায়াসে রাজাগণে জয়;
ডরে হয় নাহি ধরে কেহ।
কভু যদি কেহ অশ্ব ধরে,
অশ্বভালে লিখন নেহারে,
সভয় অন্তরে—
মিনতি করিয়ে কত বাজী দেয় ফিরে।
বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ সকল,
কেহ নাহি হৃদে বাঁধে বল,
রাখিতে যজ্ঞের হয়।
শুন দয়াময়, পাণ্ডবের সর্ব্বত্র বিজয়,
বিপদ-ভঞ্জন নাম স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখা,
যে হেতু এসেছি হেথা আজ;
নীলধ্বজ রাজার তনয়
ধ'রেছে যজ্ঞের বাজী,
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম;

জাহ্নবীর বরে
শিব-অংশে জন্মেছে কুমার,
শূলী-সম বলী রথী,
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞবিঘ্ন হয়।

অর্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বর, বিঘ্ন-বিনাশন,
বঞ্চনা ক'র না দাসে।
তুমি সখা যার,
ত্রিভুবনে কি অসাধ্য তার!
কি ছার প্রবীর ওহে শ্রীমধুসূদন!
কৃপায় তোমার,
দুস্তর কৌরব-রণে পেয়েছি নিস্তার,
কালকেয় করিয়াছি ক্ষয়
বিজয়-চরণ স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
বিদিত হে বাহুবল তব,
কিন্তু জেন দেবকৃপা বলবান্।
যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়,
শুন ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে
দেব বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে
মাতৃভক্তি অপার তাহার।
সত্য কহি,
শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—

বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা!
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।

অর্জ্জুন। গর্ব্ব মান বীর-অহঙ্কার
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।
তব যজ্ঞভার, পাণ্ডব তোমার,
তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার,
কিবা চিন্তা তার;
নিজ কার্য্য উদ্ধার', কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। শিব-বরে বলী বীর প্রবীর কুমার,
শিবপূজা বিনা কার্য্য না হবে উদ্ধার।
ধ্যানযোগে চল যাই কৈলাস-আলয়,
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনার কক্ষ

জনা ও প্রবীর।

প্রবীর। দাও, মা গো, সন্তানে বিদায়,
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি।
ক্ষত্রিয়-সন্তান অপমান কেন সব ?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার—
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে ;
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন,—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ,
চলে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি !
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন,
শত্রু-ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব !
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়নন্দন
পরাজয় মানি লব—
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে !

জনা। বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,

প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,—
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান-প্রদানে।

প্রবীর। ডরে পূজা—ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে,
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে,
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই জননি,
দেবতার হবে অপমান।
মা গো, তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তোর পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে!

জনা। নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে, পাছে তোর হয় অকল্যাণ!

প্রবীর। রণমৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয়রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননি !
ক্ষত্রিয়নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ ?
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি !
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হো'ক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

(নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। এই যে মায়ে-পোয়ে একত্র হ'য়েছেন! নিশ্চয় দামোদর আসছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয় ? মনে ক'চ্ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঝাবেন; উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে। আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছে! সকাল থেকে পুবে হরি হরি বর, এ কি বিফল হয়!

নীলধ্বজ। রাণি, নিবার কুমারে তব,
চাহে রণ অর্জ্জুনের সনে!
অবোধ বালক,
নাহি জানে পাণ্ডব-বিক্রম!
শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে,
ত্রিভুবনে যার যশ ঘোষে,
অবোধ নন্দন দ্বন্দ্ব চাহে তার সনে,
নহে, কহে ত্যজিব জীবন।
সভয়ে কহিল হুতাশন—
অর্জ্জুনেরে পূজা দিতে;
বাজী ফিরে দিতে, পুত্রে বুঝাও মহিষি!

জনা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম মহারাজ!
কিন্তু প্রভু, ক্ষত্রিয়জননী,
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ?
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে,
যুদ্ধকর্ম্ম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের;
চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন,
মা হ'য়ে কি হেতু কহ করিব বারণ?

বিদূ। বুঝ্‌লেম, ত্রিভঙ্গ মুরারি শীঘ্র এসে পুরী অধিকার ক'চ্ছেন, তার আর সন্দেহ নাই। করুণাময়ের কৃপাবলে হাহাকার উঠ্‌লো ব'লে; থাকি চেপে, বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে।

নীল। শুন সখা, কি বলে মহিষী!

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ—ব'ল্‌ছেন—ব'ল্‌ছেন্—

জনা। তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম?

বিদ। আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো—তাই তো—তাই তো, তাই

তো—(স্বগত) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা !

নীল। বাতুল হ'য়েছ রাণি,
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
সমর পাণ্ডব সনে কভু কি সম্ভবে ?
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জগতে বিদিত ;
দেবতা-মণ্ডলে—
পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব-সমরে !

জনা। পাণ্ডব পূজিতে সাধ নাহি হে রাজন্,
পাণ্ডবের কীর্ত্তি গান—
শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু, তোমার চরণ,
পূজা করি জাহ্নবীরে,
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাণ্ডবে কি ডর ?
দেব-বরে দেব সম জন্মেছে কুমার,
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ' নরনাথ ?

নীল। পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি !
এই বুদ্ধি করি দুর্য্যোধন
হইয়াছে সবংশে নিধন ;
ধ্বংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ বুদ্ধি-প্রভাবে।
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে বাদ নরে না সম্ভবে,
বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি,
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে ;
পূজ্য জনে পূজাদানে অসম্মত যেই,

তার নাহি সম্মান জগতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ,
অবতার হরিতে ধরার ভার,
নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোকমাঝে!
দুষ্টবুদ্ধি নাহি হবে যার,
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে,
নহে দুর্য্যোধন সম অবশ্য মজিবে।

জনা। হীনবুদ্ধি নারী, বুঝিতে না পারি—
কেমনে মজিল দুর্য্যোধন!
হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর
কাটাইল অতুল প্রতাপে,
অতুল গৌরবে পড়িল সম্মুখ-রণে!
জীবন মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
পূজ্য জনে পূজাদান অবশ্য বিধান,
পূজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয়;—
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয়সমাজে
বীরদণ্ডে বেঁধে ল'য়ে বাজী;
যেন কহে,—
'আছ কেবা কোথা শক্তিমান্,
আগুয়ান হও রণে'।
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে,
শত ধিক্ হেন অস্ত্রধরে,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে।
পুত্রের কল্যাণ, প্রভু, কর কি কামনা?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি?

ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায
পুত্ররবব চায় রণে যেতে,
পবাজিতে দাম্ভিক অবিরে ;
মন্দ যদি তায় কভু হয় নবনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত,
প্রফুল্ল-নয়নে—
নন্দনে হেরিব বণস্থলে ;—
বীবমাতা পুত্রেব বীবত্ব কবে সাধ।
যদি হয় জয, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বাবিব,
তুমিও না নিবাব, বাজন্‌!

নীল। বুঝিলাম দৈব-বিডম্বনা,
নহে কেন হেন বদ্ধি ঘটিবে তোমাব!
বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে?
ব্রহ্মশিব পাশুপত অস্ত্র কবগত,
নিবাতকবচ হত প্রভাবে যাহার,
বণসাধ তাব সনে?
বিড়ম্বনা বিনা জন্মে হেন বুদ্ধি কার!
যতক্ষণ নাহি বোষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন,
সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে,
বহুমানে ফিবে দিব হয়।
বণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে ;—
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি

জনা। দেহ আজ্ঞা,—যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই,—
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,—
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অবিরূপী যার,
করগত গোলোক তাহার!
সুসময় উদয় ভূপাল,
অবিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে যবে!
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায় চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,
পতি তুমি—কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।

[প্রস্থান।

নীল। রাখ বাক্য, রণসাধ ত্যজহ প্রবীর!
প্রবীর। দাস পদে, আজ্ঞাবাহী দেব,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।
কিন্তু তাত,
নিবেদন করি শ্রীচরণে,
কলঙ্ককালিমা-মাখা কুৎসিত বদন

লোকে কভু না দেখাব আর।
কহ কিবা আজ্ঞা, দেব, কিঙ্করের প্রতি ?

নীল। যাও পুত্র,
ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে।

[প্রবীরের প্রস্থান।

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা ? যদি ভালাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গোলযোগ ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হ'য়ে যে যায়, এমন ত বুদ্ধি যোয়ায় না ! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজকার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাঁকোশাবা সুত, কিছু না কিছু ভূত আস্‌ছে নিশ্চয় ! মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল ? যা হয় একটা ক'রে ফেল। হরি হে ! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, অন্তিমকালে দে'খ, আর রাজ-বাড়ীতে দুটো যোগাব পথ রেখো।

নীল। বল দেখি, সখা, এখন উপায় ?

বিদূ। রাজারাজড়া গেল তল, বামুন এখন উপায় বল, উপায় বড় যোয়াচ্ছে না।

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদূ। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয়-আশা ত কোন মতেই নাই।

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধ'রে যদি কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে, সেই একটা কথা।

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদূ। অমন কাজ কদাচ ক'রবেন না, মহারাজ ! কাঙ্গালের এই কথাটি

রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয় নি। আমি সাত দিন যদি মোণ্ডা খেতে না পাই, মনে এলেও নাম মুখে আনি নে; কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আন্‌ছে, চতুর্ভুজ হ'লে পাশ ফিরে শুতে পারব না। মহারাজ, ওইটী আমার মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ ক'রবেন না। আর তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, যারে ইচ্ছে হয় ডাকুন। বাঁকাঠাকুর সোজা পথে চল্‌তে শেখেন নি; মুনিঋষিরা বলে শোনেন না,—'যদি বাঁকাটীকে চাও ত সৃষ্টি সংসার ভাসিয়ে দাও, কপ্নি নাও'। লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল ফিরচেন—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখ্‌বেন, কোন্ সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন। করুণাময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে। মহারাজ, ভোরের বেলা বজ্জাতের মুখ দেখে উঠি, সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কখনও উঠ্‌ছি নি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে, তার চৌদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে।

নীল। ছিঃ সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণনিন্দা ক'চ্ছ?

বিদূ। নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা ব'ল্লেই স্তব হ'তো। মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। নাম কি না মুরারি, নাম কি না ধনুর্ধারী, নাম কি না কংসারি, দানবারি, আবির একেবারে কেয়ারি! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর। যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এক গাড় ক'রে, যোগাড় ক'রে আপনার ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখ্‌লে না, তাকে ডেকে উপায় হবে, কদাচ ভেব না। যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম যেথা হয়,

কাণে আঙ্গুল দাও ; আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যান। ভবনদীর কাণ্ডারী কি না! নৌকাভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ফিবে লোকেব সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন তাই। ও মা, এই মারে তো এই মারে, কাট্ শিশুপালের মাথা, ফাঁড়্ জবাসন্ধকে। শুনেছি, ধবাব ভাব হরণ কর্ত্তে এসেছেন, তা ধরাব ভাব বেশ হাল্কা ক বে যাচ্চেন বটে!

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সঙ্কটে না হবে উপায়,
কৃষ্ণের রাজীব-পায় লইব আশ্রয়। [প্রস্থান।

বিদু। হরি হে, তোমার দোহাই—শীঘ্র না চরণ পাই। ছুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি, ছু'দিন খেয়ে যাই। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পর্ব্বত—উপত্যকা

মহাদেব, প্রমথগণ ও যোগিনীগণ।

প্রমথগণ— (গীত)

দেশকার—তাল লোফা।

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেমভরা হরি বলি আয়॥
নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথ্‌লে চলে,
কর নাম বদন ভ'রে, নামে মন মাতায়॥

হরিনাম কর্‌বি যত, সাধের তুফান উঠ্‌বে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে উজান ব'য়ে যায় ॥
হরিনাম যে জানে না, রস জানেনা তার রসনা,
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায় ॥

মহাদেব। হরি বল প্রমথমণ্ডল !
নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে ;
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময় !
হরিনাম-কীর্ত্তন কর রে কুতূহলে—
প্রেমানন্দ যে নামে উথলে,
যে নামে উন্মাদ ভোলা !
হরি হরি বাঁশরীবদন,
ব্রজনাথ রাধিকারঞ্জন,
রাসরসে বিভোর রসিকবর,
রসের সাগর উথলে রসের নামে।
গোবিন্দ, গোবিন্দ, অপার আনন্দ,
বাঁকা শ্যাম গুণধাম আনন্দ-পুতলী,
বনমালী গোপিনীর প্রাণ।
উচ্চরবে কর নাম-গান—
হরি বল হরি বল, বল হরি হরি !
উচ্চরবে হরি বল শিঙ্গা,
হরিনাম বাজাও ডমরু !
কুলু কুলু রবে
হরিধ্বনি জটামাঝে কর, সুরধুনী !
হরিনামে ত্যজ শ্বাস ফণি,

মাত বৃষ, হরিনামোৎসবে,
হরিনামে মত্ত হও কৈলাসশিখর !
(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং
মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলিঙ্গন)

(গীত)

যোগিয়া—তাল লোফা ।

যোগিনীগণ ।—হরি, হরি, হরি,
প্রমথগণ ।— হর, হর, হর,
উভয়ে ।— কায় কায় মিল্‌লো ভালো ।
প্রমথগণ ।—মদনদহন,
যোগিনীগণ ।—মদনমোহন,
প্রমথগণ ।— রজতবরণ,
যোগিনীগণ ।— আধ কালো ॥
(আধ) গোপিনী মোহন চাচর কেশ,
প্রমথগণ ।—(আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম লেপন,
যোগিনীগণ ।— চন্দন আধ বনমালা,
প্রমথগণ ।— হাড়মাল ॥
যোগিনীগণ ।—আধ ভালে তিলক ঝলক,
প্রমথগণ ।— শিশু শশী আধ ভাল ॥
যোগিনীগণ ।—মণিকুণ্ডল দল দল দল,
প্রমথগণ ।— ফণিকুণ্ডল করাল ॥
যোগিনীগণ ।—আধ পীতবসন, ভুবনমোহন,
প্রমথগণ ।— আধ বাঘছাল,
যোগিনীগণ ।—রক্তোৎপল যুগলচরণ,
উভয়ে । হরিহরের রূপে ভুবন আলো ॥

মহাদেব। জানি পীতাম্বর,
পবিত্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ।
কৈল জনা জাহ্নবী-অর্চ্চনা,
পুত্রের কামনা করি ;
জাহ্নবীর অনুরোধে কিঙ্করে আমার
পাইয়াছে জনা গুণবতী।
মহাশক্ত মাতৃভক্ত প্রবীর সুধীর,
ত্রিভুবনে নাহি হেন বীর
নিবারিতে মহাশূরে ;
কিন্তু পূর্ণ হ'য়েছে সময়,
আনিব দাসেরে পুনঃ কৈলাস-আলয়ে ;
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।
মাতৃপদধূলি ল'য়ে পশিলে সমরে,
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়।
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে,
মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।
যাও ধনঞ্জয়,
সদয়া অভয়া তোর প্রতি।
সখা তোর হরি!
হরিভক্ত প্রাণ মম বিদিত ভুবনে।
প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ,
পাঠাইব পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকা।
শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গৌরীপতি ভোলা,

অনাদি পুরুষ সনাতন,
জগদ্‌গুরু কল্পতরু আশুতোষ হর,
মহেশ শঙ্কর,
দিগম্বর বৃষভবাহন,
জটাধর রজতভূধর,
কিঙ্কর বিদায় মাগে,
প্রণমে পাণ্ডব, পদে রেখো ভূতনাথ।

অৰ্জ্জুন। পশুপতি, হীনমতি স্তুতি নাহি জানি,
বীর-সাজ দিয়াছ আমায়,
ধনু ধরি' ফিরি হে ধরায়,—
তব কার্য্যে নিমিত্ত মহেশ!
কিঙ্করে, শঙ্কর, রেখ চরণ-অম্বুজে।

(গীত)

দেশমিশ্র—ঠুংরী।

যোগিনীগণ।—বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর, গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী
প্রমথগণ।—বিভূতিছাদন বিষাণবাদন, ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী॥
যোগিনীগণ।—দুকূলচোরা রাস-রসিকবর,
প্রমথগণ।—উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটি স্মরহর;
যোগিনীগণ।—রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু মঞ্জীর গুঞ্জন,
প্রমথগণ।—ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন;
যোগিনীগণ—মানোন্মাদিনী, রঙ্গিণী গোপিনীমোহন মানভিখারী।
প্রমথগণ।—মুড চন্দ্রচূড় হাডমালগল জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবী-বারি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জনার পূজাগৃহ

(জনা পূজায় আসীনা)

জনা। মা জাহ্নবি, তোমার পাদপদ্ম পূজা ক'রে পুত্র কোলে পেয়েছি, দেখ' মা! দাসীরে বঞ্চনা ক'র না; মা হ'য়ে, মা, মাব প্রাণে ব্যথা দিও না। নিস্তারিণি, সঙ্কটে নিস্তার কর, তোমার পাদপদ্ম এ কিঙ্করীর একমাত্র ভরসা। কলনাদিনি, হরশিরোবিহারিণি! দেখ' মা, অকূলে ভাসিও না; ভববাণি, ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি।

(স্তব)

তরঙ্গ-অঙ্গিনী, আতঙ্কভঙ্গিনী,
শিবশিরোরঙ্গিণী, শুভঙ্করী;
মাতঙ্গমর্দ্দিনী, মঙ্গলবর্দ্ধিনী,
মহেশবন্দিনী, মহেশ্বরী।
প্রবল প্রবাহিনী, সাগরবাহিনী,
অভয়প্রদায়িনী, অভয়করা;
কুলু-কুলুনাদিনী, কলুষবিবাদিনী,
ভক্তপ্রসাদিনী, দুখিতহরা।
পঙ্কজমালিনী, আশ্রিতপালিনী,
সন্তাপচালিনী, শ্বেতকায়া;
বর দে বরদে, জয় দে জয়দে,
দেহি শুভদে, চরণছায়া।

(গীত)

রামকেলি—যৎ।

মা হ'যে, মা, মাযের মনে ব্যথা দিও না জননি।
সমর-সাগর ঘোরে স'পি গো নযনমণি॥
স্মরি পদকোকনদে, ঝাপ দিছি এ বিপদে,
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার' পতিতপাবনি।
তুমি মা প্রসন্ন হ'যে, কোলে দিযেছ তনযে,
অভযে. ডাকি মা ভযে, চাহ প্রসন্ননযনি॥

কেন বে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছিস্? আমাব প্রবীরের অকল্যাণ হবে। যদি স্তিব না হোস, আমি জাহ্নবীতটে ব'সে তীক্ষ্ণ ছুবিকায় বুক চিবে তোকে বা'ব ক'ব্‌ব। হীন প্রাণ, প্রবীব আমাব জাহ্নবীর বরপুত্র, তাব অমঙ্গল আশঙ্কা ক'বিস্? আমি কি ক্ষত্রিয়পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গলগান ক'বে হাস্য-মুখে কুমাবকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা নয়, আশঙ্কায় অভিভূত হ'য়েছি? আমি অতি হীনা, যদি মন স্থির না কর্ত্তে পারি, কালি প্রাতে 'জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ ক'রব। দেখ্‌ছি আমি ক্ষত্রিযজননী নই, চণ্ডালিনীব ন্যায় আমাব আচাব; বীবমাতা হ'য়ে বীবশ্রেষ্ঠ পুত্রেব গৌরবপথে কি কণ্টক হ'ব? কদাচ নয়, জনাব জীবন থাক্‌তে নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে বাহির হ', ক্ষতি নাই, আমি পণ ক'বেছি—বণ, রণ, বণ—স্বয়ং জাহ্নবীব কথাতে বারণ হবে না।

(স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মা, তোমাব মিনতি চরণে,
বণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।
যমজয়ী বথীবৃন্দ সনে,

একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে !
কর মানা, রণে যেতে দিও না দিও না,—
দুখিনী নন্দিনী পদে পতিভিক্ষা চায়,
বঞ্চনা ক'র না তায় নিদয়া হইয়ে।
ও মা, দারুণ পাণ্ডব, সহায় কেশব,
ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পূজা,
হুতাশন হীনতেজ অর্জ্জুনের শরে।
রণে দে মা ক্ষমা,
হাহাকার তুল না গো রাজপুরে।

ঙ্গনা। পতির মঙ্গল যদি চাহ গুণবতি,
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজকার্য্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার ?
জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি' বিষণ্ণ হয়ো না বালা !
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ,
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম,
বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে।
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী,
দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী,
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে ;
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়
রন্ধনশালায় পশি',

ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে ;
শত ভাই কীচক-নিধন তাহে।
উত্তর গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রামজয়ী ভীষ্মদেব সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা ;
বীরপত্নি, নিরুৎসাহ ক'র না পতিরে।
বীরকার্য্যে ব্রতী তব পতি,
নিজ কার্য্যে বহ গুণবতি।
ত্যজি' ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়া
উচ্চকার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান।

মদনমঞ্জরী। কৃষ্ণসখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণী,
তাই মা গো কেঁদে উঠে প্রাণ !
শুনেছি মা অমঙ্গলধ্বনি আজি,—
যেন দূরে,
মৃদুস্বরে কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি' ;
মনে হ'লে এখন' শিহরে কায় !—
মা হ'য়ে, মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মা গো নাহি ঠেল পায়।

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে ?
যুদ্ধ কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল-আশঙ্কা সর্ব্বদা,
কিন্তু তোর সম
শুনি' দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে ?

আরে হীনমতি,
পতিভক্তি এই কি তোমার!
কেবা সে অর্জ্জুন?—কেবা নারায়ণ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে।
ভাব তুমি শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়,
হীন মম প্রবীর তনয়;
কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ,
যুদ্ধপণ কভু মম হবে না লঙ্ঘন।

[প্রস্থান

মদনমঞ্জরী। ননদিনি!
ধরি পায়, জননীরে কর লো মিনতি।
পাণ্ডব-সমরে কারু নাহিক নিস্তার,
বারবার শুনিয়াছ বৈশ্বানর-মুখে।
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা কর গুণবতি;
কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি' যাচি প্রাণপতি!
বল গিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে,
কার শক্তি কৃষ্ণসখা পাণ্ডবে জিনিতে!

স্বাহা। মাতার বদনভাব করি দরশন,
বাক্য নাহি সরিল আমার।
শুনেছ ত ঠেলেছেন পিতার বচন।
বাধা দিলে দৃঢতর হবে তাঁর পণ,
ভালমতে জানি জননীরে।

মদনমঞ্জরী। বল তবে কি উপায় করি সুলোচনে,
এ সঙ্কটে কিসে হব পার?

স্বাহা। চল সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে,
কৃষ্ণগুণগানে তুষ্ট করি ফাল্গুনীরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।
পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কভু নয়,
যদি তিনি দানেন অভয়,
তবে ত উপায়,
নহে সঙ্কট বিষম।

মদনমঞ্জরী। জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছি হারা,
কর ত্বরা বিহিত ননদী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যে বৃক্ষ

(দুইজন গঙ্গারক্ষকের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সে দিন যে মজা হ'য়েছিল! সে দিন একজন ছাপাকাটা তুলসীর-মালা-আঁটা গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মর্‌তে, চিরকাল পরচর্চ্চা, পর-নিন্দা করেছেন, এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ কর্‌বেন! খাটে চড়ে গলা টিপে বেটার দফা সার্‌লুম, তে-শূন্যে মলো, গো-ভাগাড়ে আমগাছে ভূত হয়ে আছে।

২য় রক্ষক। আমিও কাল খুব মজা করেছি! দিনের বেলা যোগী সেজে থাক্‌তেন, রাত্তিরে সেবাদাসীর কোলে শুতেন, মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে ঘাড়ে করে গঙ্গায় দিতে চলেছিলেন; ঝড় তুলে পগারে

ফেলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম—এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে ব্রহ্মদত্যি হয়ে আছেন।

ম রক্ষক। মজার মধ্যে মজার একশেষ হয়েছিল একটা পূজরী বামুন নিয়ে, যোগাড় করে একটা নিষ্ঠে বামুন তাকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত এনেছিল। চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে শ্বাস টান্‌ছে যারা নিয়ে গেছে, তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাস-কাশীতে মারলুম আর চিৎ হয়ে তার সাজ সেজে খাটের উপর শুলুম। ব্যাটার গাধা-জন্ম হয়েছে, কিন্তু শেষটা গঙ্গা পাবে, গঙ্গার হাওয়া লেগেছিল গায়, উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তো ধোপার বোঝা ব'য়ে ঘাস খেয়ে আসুক।

য় রক্ষক। ও সব কথা থাক্ ভাই, এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্, ছিষ্টি খুঁজ্‌লুম্, মা বলেছেন, ঘোড়া চুরি করে এনে পাণ্ডবদের দিতে, পাতি পাতি ক'রে ঘর খুঁজ্‌লুম্, নগর খুঁজ্‌লুম্, অশ্বশালা খুঁজ্‌লুম্, ঘোড়া ত কোথাও পেলুম্ না!

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। কে বাবা! দুষ্‌মন্ চেহারা রাত দুপুরে অশথতলায় খাড়া আছ? যে রাজ্যময় হরি হরি রব, অমন তর-বেতর চেহারা দেখা দেবে বই কি! মতলবখানা কি? কারুর ঘরে আগুন দেবে?

ম রক্ষক। কেন ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি কর্‌ছ?

বিদূ। গালাগালি আর কি ক'চ্চি ত্রিবক্রবদন? চেহারা দুখানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি; চেহারা দেখে প্রাণ খুসী হয়েছে, তাই পরিচয় চাচ্ছি। এই তোমাদের মতন চটকদার চেহারাই খুঁজ্‌ছি; কোথা যাচ্ছিলুম জান? চোরপাড়ায়। তা আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শনলাভ।

২য় রক্ষক। চোরপাড়ায় কেন যাচ্ছিলে ঠাকুর ?

বিদূ। অন্তরা ভাংচি, একটু সবুর কর না, ঘোড়া চুরি কত্তে পার্ব্বে ?

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে ?

বিদূ। অধীনকে আর বঞ্চনা কেন ? আগুন কি ছাপা থাকে চাঁদ ! আমি কি আর বুঝতে পারি না ? তোমরা বোনেদি লোক, এর পুরুষে কি আর অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে ? রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত ঘোড়া পার চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব, মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটী ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও, এইটী আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্ত্তে রাজা বামনীকে একটী হীরের কাঁঠী দিয়েছিল, চাও যদি, এনে শ্রীকরে অর্পণ ক'রব।

২য় রক্ষক। কি ঠাকুর, মিছে বক্ বক্ ক'রছ ? আমাদের কি বদমায়েস পেয়েছ ?

বিদূ। কেন বাবা, এই রাত দুপুরে খড়া বেয়ে উঠ্বে, এটা ওটা সেটা কি হাতাবে বল ? পাঁওদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম ঘোড়া আছে, নিয়ে সর। ভাব্‌ছ অশ্বরক্ষকেরা ? তাদের মাদক দিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়েছি ; তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি এগুতে পারি নি।

১ম রক্ষক। তোমায় ক'টা ঘোড়া দিতে হবে ?

বিদূ। বালাম্‌চিটী না। ঐ একটী ঘোড়া পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আমার অনুরোধ ; তার বদলে হীরের কাঁঠীটী পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।

২য় রক্ষক। আচ্ছা, আমরা ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে ?

বিদূ। কি জান, আমার শূলব্যথা হ'য়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে হত্যা দিছিলুম্। আর জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি

ছিলেন আমার পিসে ; তাই পঞ্চানন্দ হুকুম দিয়েছেন, যদি তোর মেসোপিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস্, তা হ'লে তোর শূলব্যথা সারবে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা ; তবে বাপধন, শুভাগমন হোক্।

ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি ঠিক ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি কর্ত্তে এসেছি।

বিদূ। তবে, সোণারচাঁদ, এতক্ষণ চালাকি ক'চ্ছিলে কেন? ঘোড়া-চোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা, এ কি ঢাকতে পার? তা এস, ত্বরা কর।

১ম রক্ষক। কিন্তু ঠাকুর, তোমার কি দরকার, না বল্লে আমরা যাব না।

বিদূ। এই যে ভেঙ্গে বল্লুম, যাদু!

১ম রক্ষক। সত্যি না বল্লে আমরা এগুচ্ছি না।

বিদূ। সুপাত্রে অশ্বদান, আর কি? বাক্যব্যয়ে রাত ব'য়ে যায়।

২য় রক্ষক। ঠাকুর, আমরা তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক হ'য়েছি, খুঁজে তো পেলুম না!

বিদূ। সে ভাবনায় কাজ কি, আমার পেছনে এস না, একটা ভার আমার ওপরেই দাও না।

১ম রক্ষক। তবে চল ঠাকুর।

বিদূ। ভ্যালা মোর্ বাপরে, একেই বলি চোরশিরোমণি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

(মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। মাহিষ্মতী পুরী হায় মজে এতদিনে !
কৃষ্ণদ্বেষী হ'লো নরবর,
উপদেষ্টা বালক-রমণী।
যে জন পাণ্ডব-অরি কৃষ্ণ অরি তার,
কৃষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিস্তার ?
কারু কথা রাজা নাহি মানে,
যুদ্ধ পণ পাণ্ডবের সনে !
হয় বুঝি বংশ-নাশ মহিষীর দোষে ;
কহ সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে ?

সেনাপতি। প্রস্তর বাঁধিয়ে পায় ডুবিলে পাথারে,
লম্ফ দিলে গিরি-শির হ'তে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ ?
জীবনের রাখে যেই সাধ,
অর্জ্জুনের সনে কভু সে কি করে বাদ ?
যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান,
বলীয়ানে পূজাদান শাস্ত্রের বিধান।
মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে জেনে শুনে
কে কোথায় কৃষ্ণে করে অরি।

১ম সেনানায়ক। বাক্যব্যয় করি অকারণ,

শ্রেয়ঃ কার্য্য উচিত এখন।
কহ মন্ত্রীবর, কিবা তব অভিপ্রায়,—
পাণ্ডব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে ?

মন্ত্রী। কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার ?
মম মত কহিব পশ্চাৎ।
যুক্তি স্থির কর ত্বরা ;
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে,
প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে।
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার,
রাম নয় রাবণ মারিবে।

সেনাপতি। বিপক্ষ পাণ্ডব—রণ অসম্ভব।
প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর।

১ম সেনানায়ক। মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি,
কহ সত্য কথা, প্রাণ বড় ধন,
অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।
পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়,
যুক্তি না যুগায় মম।

সেনাপতি। চল তবে, মন্ত্রীবর, নৃপতি-সদনে,
বুঝাই রাজার ক্ষমা দিতে কালরণে।

মন্ত্রী। বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর,
কোন কথা রাজা নাহি শুনে ;
চামুণ্ডারূপিণী রাজ্ঞী রুধিরপ্রয়াসী,
বাহুরূপী পুত্র গর্ব্বে ধ'রে
মজাইল নীলধ্বজরাজে।

১ম সেনানায়ক। তবে আর কার মুখ চাহ মন্ত্রিবব ?
আত্মবক্ষা শাস্ত্রেব বিধান,
প্রভাত না হ'তে চল যাই পলাইয়ে,
পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।
সেনাপতি। এ নহে উচিত কভু।
পুত্রসম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয় ?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।
১ম সেনানায়ক। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম ?
আত্মবক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন,
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন,
রাবণে করিল ত্যাগ বামের কাবণ।
আসে ওই দেউটী জ্বালিয়ে
বিভীষণা চামুণ্ডারূপিণী।

(জনা ও দেউটী হস্তে পবিচারিকাব প্রবেশ)

জনা। ধিক্ মন্ত্রীবর, শত ধিক সেনাপতি !
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক সমান দাঁড়াইয়ে ?
প্রাতে অবি আক্রমিবে পুবী,
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলী সমান !
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?
রণমৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন ?

উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব-কামনা ?
ধিক্ ধিক্ কি ক'ব অধিক,—
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী !
ঘোর রবে কর সিংহনাদ,
বজ্রাঘাত করি শত্রু-বুকে,
হুহুঙ্কারে খর্ব্ব কর শত্রু-অহঙ্কার,
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব ?
পাণ্ডব কি প্রস্তর-গঠিত—
তীক্ষ্ণ তীর নাহি পশে কায় ?
বীরপুত্র বীর-অবতার তোমা সবে,
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি ?
বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর ;
বীরদন্তে বিমুখ পাণ্ডবে
কিবা ভয়—
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার,
কুমার সমান শক্তিধর ;—
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ?
সাজ রণে কে আছ কোথায়,
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে,
চল চল গৃহ-দ্বারে অরি।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ !

জনা। চল চল বিলম্বে কি ফল ?
সাজাও স্যন্দন,

সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ—
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ রায়!

জনা। কারে ভয়?—
জাহ্নবী সহায়।
স্মরিয়ে জাহ্নবী-পদ প্রবেশ সমরে।
পাণ্ডব-সহায় যদি যুঝে পুরন্দর,
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে
মাতৃনাম উচ্চারি বদনে,
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা,
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্‌ঝনা।
অগ্নিময় বাণ বরিষণে,
দহ শত্রুগণে,
পাণ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি রবে,
যমজয়ী মাহিষ্মতী-সেনা।
বীরদন্তে অশ্বভালে দিয়েছে লিখন,
বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে?
নির্বীর নহে ত বসুন্ধরা।
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ,
মাথিয়ে কলঙ্ককালি অপমান স'য়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ?
যাও যাও প্রবেশ আহবে,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর;
যাও শীঘ্র—আজ্ঞা জাহ্নবীর।

সকলে। জয় জয় মাহিষ্মতী পুরী,
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি।

[জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনা। প্রভাত নিকট—
নাহি চিন্তার সময়।
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ সাজায়ে নন্দনে
দিতে হবে বিদায় সংগ্রামে।
বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার!
রাজারে না হেরি,
নিরুৎসাহ নগরে সকলে!
নারী হ'য়ে উৎসাহ দানিব কত আর,
দেখি কোথা নরপতি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের পথ

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ধরিয়াছি নর-দেহ ধরার রোদনে।
না করিলে মমতা বর্জ্জন,
ধর্ম্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন
মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে,
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।

করিয়াছি ভাগিনা ছেদন,
নিজ কুল করিব নিধন,
যুধিষ্ঠির সুশাসন ভারত মানিবে।
নীর হেরি নারী-চক্ষে, দয়া না করিব—
প্রবীরে বধিব।
শুনি মম নাম-গান,
সদয়-হৃদয়—পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে ;
বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিঙ্কর
হরিতে নাবিবে বাজী।
ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে,
কিন্তু হায় বাঁধা রব নিজ ছলে ;—
অনন্ত অনন্ত কাল মদনমঞ্জরী
বাঁধিয়ে রাখিবে মোরে।

(ভিখারিণীবেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্তকুমারীর প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

কীর্ত্তন—লোফা।

রাখাল মিলি, ঘন করতালি, কাননে চলিছে কানু।
হেরিছে খেলিছে, ময়ূরপাখা, চুমিছে তরুণ ভানু ॥
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বা রবে, গোধন দলে দলে।
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায, নেচে নেচে সাথে চলে ॥
মোহন মুরলী, তান-লহরী, ধীর সমীরে খেলে।
আমোদ-মদ উথলে গোকুলে, ফুল-কলি আঁখি মেলে ॥
কোকিলকুল কল কল কল, মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জীর-রবে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে ॥
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে, নাচে বনমালী, ধীরে ধীরে কটি হেলে।
সারি সারি সারি, গোপগোপিনী, অনিমিখ আঁখি মেলে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি কুলের কামিনী,
সাজি ভিখারিণী
যামিনীতে ভ্রম কি কারণ ?—
কুলবালা, নিশিযোগে গৃহ পরিহরি,
আসিয়াছ কোন্ কাজে ?

মদনমঞ্জরী। ভিখারিণী, নহি কুলবালা,
যাব মোরা পাণ্ডব-শিবিরে,
কহ, যদি জান সমাচার,
কোথায় অর্জ্জুন গুণধর ?

শ্রীকৃষ্ণ। বঞ্চনা ক'র না সুলোচনা ;
তুমি রাজার ঝিয়ারী, তুমি পুত্রবধূ,
আসিয়াছ কুমাবেব কল্যাণ আশায় ;
কিন্তু মা গো শুধাই তোমায়,
অরি কার হয়েছে সদয় ?
নিদারুণ পণ তাব,
যুধিষ্ঠিব সনে বাদ যার,
নিশ্চয় তাহার নাশ।
কঠিন অর্জ্জুন,
কৃশোদরি, শুন তাব গুণ,—
কর্ণ সহ দ্বৈরথ সমরে,
অনুমানি শুনেছ কাহিনী,
কর্ণ সহ দ্বৈবথ সমরে—
রথচক্র মেদিনী গ্রাসিল যবে,
বিকল অন্তর বীরবর

অর্জ্জুনে করিল স্তুতি ;
কোন কথা পার্থ না মানিল,
কবচকুণ্ডলহীন বিরথী যখন,
মহাবাণ তাহে প্রহারিল,
নির্দ্দয়-হৃদয়, কর্ণে করিল সংহার।
আছে কথা বিদিত সংসারে,
শান্তনুকুমার,
ভীষ্মদেব পিতামহ তার,
ছলে শিখণ্ডীর আড়ে থাকি
নিপাতিল শূরে।
বিকল পুত্রেব শোকে গুরু দ্রোণ যবে
ধনুহুলে চিবুক রাখিয়ে
ভেসে যায় অশ্রুজলে,
পার্থ শর করিয়ে সন্ধান
ধনুর্গুণ করিল ছেদন ;
ব্রহ্মরন্ধ্রে পশিল ধনুব হুল,
পড়িল ব্রাহ্মণ।

স্বাহা। সত্য এ সকল,
কিন্তু সকলি কৃষ্ণের ছল শুনি !
অর্জ্জুনের নাহি দোষ তায়।
কৃষ্ণ-ছলে কর্ণের বিনাশ,
দ্রোণেব নিধন, ভীষ্মের পতন,
সকলি কৃষ্ণের ছলে।
অর্জ্জুনের দোষ কিবা তাহে ?
জান যদি কহ মহাশয়,

কোথা ধনঞ্জয় ?
যাব তথা ভিক্ষা লব প্রবীরের প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন ধনি, হিতবাণী কহি তোমা সবে,
যাও যদি অর্জ্জুন সদনে
অপকীর্ত্তি হবে রাজকুলে ;
যুক্তি যাহা শুন মন দিযা।
হের বর্ম্ম, হেব ধনু, যুগ্ম তূণ,
হের যুগল কুণ্ডল,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড জিনি কিরীট উজ্জ্বল,
হের অসি, যম বসে অসিধারে,
উপহাব দিয়াছেন জাহ্নবী প্রবীবে।
অর্জ্জুন বা নারায়ণ ত্রিপুবারি কিবা,
এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার,
সমরে প্রবীবে কেহ নারিবে আঁটিতে।
পাণ্ডবের পরাভব হবে,
অতুল গৌবব রবে ভবে।
পতিব সম্মান চাহ কি জননি তুমি ?
যাও ত্বরা, প্রভাত নিকট,
রণসজ্জা ল'য়ে দাও রথীন্দ্র কুমারে।

মদনমঞ্জবী। কে তুমি হে শুভকারী, দেহ পবিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। এক উপদেশ কথা শুন মন দিয়া,
যতদিন পাণ্ডব না হয় পরাভব,
শয়নে ভোজনে—
রণসাজ কভু নাহি ত্যজে।
চক্রী হবি পাণ্ডব-সহায়,

ছলে পাছে হ'রে ল'য়ে যায় !
সতর্ক করিও, সতি, পতিরে তোমার।

স্বাহা। কেবা তুমি মহাশয়, দেহ পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। পরিচয় পাবে মম রাজার সভায়,
যাও ফিরে প্রভাত নিকট। [প্রস্থান

স্বাহা। শুন শুন মদনমঞ্জরী,
বুঝিতে না পারি কোন্ জন করে ছল।
কিরীট, কুণ্ডল, বর্ম্ম, শরাসন, তূণ,
দেবতা-দুর্লভ অস্ত্র যত
কোথা হ'তে এলো !
এ পথিক কোথায় পাইল ?
হয় ভয়, নাহি দিল পরিচয়,
গঙ্গাব কিঙ্কর বলি নাহি লয় মন।
প্রফুল্লিত কায়, পদ্মগন্ধ তায়,
পঙ্কজ বদন, বঙ্কিম নয়ন,—
হরি বুঝি ক'বে গেল ছল !
সন্দ নাহি হয় দূর,
চল যাই পার্থের সদন,
কুমারেব প্রাণভিক্ষা মাগি।

মদনমঞ্জরী। অদ্ভুত সন্দেহ তব ননদিনী আজি,
জন্মেছেন প্রাণনাথ জাহ্নবীর বরে,
রণসজ্জা প্রেরিলেন মাতা।
অস্ত্রের প্রভাবে
অনায়াসে পাণ্ডব বিমুখ হবে,
পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী।

স্বাহা। শুন সতি,
কোন মতে মন নাহি বুঝে !
উপদেশ ভাবি বাড়ে আতঙ্ক আমাব ঃ—
'চক্রী হরি রণসজ্জা নাহি লয় হরি'
বিষ্ণুমায়া কে বল বুঝিবে !
কেবা জানে কি ছলে হরিবে ?
যার ছলে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
রণসজ্জা কবিবে হরণ,
এ নহে বিচিত্র কথা।

মদনমঞ্জরী। যাও, যদি থাকে সাধ, পাণ্ডব-শিবিবে।
ছি ছি কুললাজ ভুলি আইলাম চলি,
শত্রু কবে সদয় কাহার ?
বহে ধীব সমীরণ, প্রভাত নিকট,
নিজ হস্তে সাজায়ে পতিবে
পাঠাব সমরে ;—
বীরবালা বীবাঙ্গনা আমি।

স্বাহা। চল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন !

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকেব প্রবেশ)

বিদূ। খুব জবব বাবা, সারারাত ঘুরে আচ্ছা ঘোড়া চুরি কল্লুম বটে। এ যে মাঠের ধারে এসে পড়লুম, ঐ যে পাণ্ডব-শিবিরের ধ্বজা। প্রভাতেই কৃষ্ণনাম শুনে রাতকাণা হ'লেম বাবা, পায়ের দফা খতম, আচ্ছা জখম ; এই যে চিক্‌চিকিয়ে ঊষা দেখা দিয়েছেন। কই গো তোমরা, কোথায় ? আমা হ'তে ত আর হ'ল না। (ইতস্ততঃ

দেখিযা) তাবা সট্‌কেছে, ভোরাই হাওয়া পেয়ে। ও বাবা, এ যে সাজ সাজ বব উঠ্‌লো, এ মাঠের ধারে আর কেন, বাম্‌নীব আঁচল ধবি গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রবীরের শয়ন-কক্ষ

পালঙ্কোপরি প্রবীব নিদ্রিত।

(জনার প্রবেশ)

জনা। উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও যাদুমণি!
প্রভাত বজনী,
আক্রমিতে পুরী
অগ্রসর পাণ্ডব-বাহিনী।
শুন ভৈবব-কল্লোল—
নড়িছে পাণ্ডবচমূ,
ঘন ধূলা গগনমণ্ডলে,
বীর পদভরে
জলস্থল কাঁপে থরথবি ;

রথের ঘর্ঘরনাদ জীমূত গর্জ্জন,
অস্ত্র-আভা ক্ষণপ্রভা সম খেলে।
বাহুবলে অরিদলে বিমুখ সত্বর,
সুসজ্জিত তব অনীকিনী,
শার্দ্দূল-বিক্রমে শত্রু কর আক্রমণ।

প্রবীর। বীরমাতা, শুন গো জননি,
ল'য়ে পদধূলি এখনি পশিব রণে।
কিন্তু মাতা যাব একেশ্বর.
নিবাবণ কব' না কিঙ্করে ;
কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে
হেবিলাম নিরুৎসাহ সবে,
হুতাশ সবার প্রাণে।
আমা হেতু ঘটেছে বিবাদ,
হাবি জিনি একেশ্বর পশিব সমরে।

জনা। মহোল্লাসে গর্জ্জে শুন মাহিষ্মতী সেনা,
বীবমদে মত্ত জনে জনে,
শমন-সমান সবে প্রবেশিবে রণে!

প্রবীর। ভেব না জননি,
একেশ্বব পশি রণে নাশিব পাণ্ডবে।
তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ,
মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।
ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি,
মার নাম কবচ আমার।
রহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে,

সাবধানে রাখুক নগর-দ্বার,
আশীষ জননি, আসি বিনাশি পাণ্ডবে।

(মদনমঞ্জরীব প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মা গো, সদয়া অভয়া
রণসাজ দেছেন দাসীবে।
হের বর্ম্ম কিরীট কুণ্ডল
ধনু শর তরবারি,
অরি মুগ্ধ প্রভাবে যাহার।
কি ছার পাণ্ডব,
পরাভব এখনি হইবে,
সদয়া অভয়া মা গো কারে আর ডর।

জনা। মা গো নিস্তারকারিণী সুরতরঙ্গিণী,
কিঙ্করীবে রাখিলি কি পায় ?
অস্ত্র দিয়ে ভুলে যেন থেক না জননি !

মদনমঞ্জবী। একমাত্র নিষেধ মা তাঁর,
যতদিন পাণ্ডব না ফিরে হস্তিনায়,
শয়নে ভোজনে বণসাজ ত্যজিতে নিষেধ।

জনা। বৎস, ভক্তিভাবে করহ প্রণাম
জাহ্নবীর রাজীব-চরণে।

প্রবীব। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা মাতা,
তব পাদপদ্মে আমি প্রণমি জাহ্নবী !
দেব-কৃপা তোমার প্রসাদে,—
তুমি মম ইষ্টদেবী।

মদনমঞ্জরী। সাধ মম সাজাইতে, দেহ অনুমতি।

(মাঙ্গলিক সামগ্রী লইয়া সখিগণের প্রবেশ)

সকলে।

(গীত)

বাহার—ঠুংরি।

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়াযে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আজ যাবে রণে।
(জিন্‌বে সমর)
সুন্দরী রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা,
ঘৃত মধু ফুলের মালা পতাকা ঐ গগনে।
(জিন্‌বে সমর)
দেখ ঐ অনল জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে,
পূর্ণ ঘড়া দধির ছড়া ধানের গোছা শ্বেতবরণে।
(জিন্‌বে সমর)

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। উপস্থিত শত্রুসৈন্য তোরণ-সমীপে।
প্রাণপণে বীরগণে
নিবারিতে নারে মহাচমূ।
গদা-হাতে বীর একজন,
দীর্ঘকায়,
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট্‌,
রথ মারে রথোপরে তুলি,
মহাবলী দুর্ম্মদ সমরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে শর অন্ধকার দিশা!
কোন্‌ বীরশ্রেষ্ঠ নাহি জানি,
কিরীটকুণ্ডলসুশোভিত,

ধনুক-টঙ্কারে তার পর্ব্বত বিদরে,
মহানাদে গর্জ্জে তার ধ্বজ,
অনায়াসে পরাজিল দেব হুতাশনে।
দৈত্যসৈন্য যুঝে অগণন—
শিলাবৃক্ষ করে বরিষণ,
যুঝিছে রাক্ষসসেনা।
কেবা যুবা নাহি জানি, বীবের তনয়,
অস্ত্রে তার রুধিব তরঙ্গ বহে,—
এতক্ষণ কি হয় না জানি।

প্রবীব। বিদাও জননি!

জনা। যাও পুত্র।

[প্রবীরের প্রস্থান।

দেখ' মা জাহ্নবী;
চল যাই প্রাসাদ-উপরে হেরি রণ।

[সকলেব প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। ভরসার মধ্যে এই, পাণ্ডবেরাও হরি হরি ক'চ্ছে। দয়াময় হরি, এত ক'রে প্রাণপণে ডাকছে, কেন তাদের মুক্তিদানই কর না। দয়াময়, পাণ্ডবকুলেই চেপে থেক, যেমন চেপে থেকে দ্রৌপদীব পাঁচটী ছেলে খেয়েছ; এ ছোট মাহিষ্মতী পুরী, এর বাগে আর

নজর টজর দিও না ঠাকুব! এখন রাজাব কি হয়! বামুনের ছেলে বাবা, বাণের ঠন্‌ঠনিতে ঘেঁস্‌তে পার্‌বো না, তা হলে মধুব কৃষ্ণনাম ফলে যাবে। তা ফলে ফলুক, আমার ওপর দে ফ'লে যাক্‌, না হয় মোণ্ডা আব নাই খাব, রাজাটার না কিছু হয়। হরির নীচে যদি কেউ ঠাকুর থাকে ত, ঐ অগ্নি দেবতা। বাবা, কাল সকালে কল্পতরু হ'য়ে কি বব দিলেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পুরী এক গাড় হওয়াব যোগাড়! আহা, আমাদের রাজার কি বুদ্ধি, যার খাণ্ডব বন খেয়ে মন্দাগ্নি সারে, তাকে ঘরজামাই রাখে! আমাব মত মোণ্ডাখোর লাখ বামুন এক দিকে, আর হুতাশন একদিকে! বাবা! কে আঁকাড়া জোয়ান সেঁধুচ্ছে? কে তুমি গো, কে তুমি? বলি হন্ হন্ ক'বেই যে চলেছ? আরে দাঁড়িয়েই যাও না; তোমার সঙ্গে না রাত্তিরে আলাপ হয়েছিল?

(প্রথম গঙ্গাবক্ষকের প্রবেশ)

১ম গঙ্গারক্ষক। কি ঠাকুর, তুমি এখানে? চল, দিনের বেলা খুঁজে দেখি, যদি ঘোড়া পাওয়া যায়।

বদূ। ও কাজে আর আমি নেই সোণার চাঁদ! রেতে ঘুরে রাতকাণা হয়েছি, আবাব দিনে ঘুরে দিনকাণা হতে নারাজ। তোমার হাঁটুর বল থাকে, ঘুরে দেখ; চোর হয় বটে বাবা, কিন্তু তোমার মত নচ্ছার চোর ত আমি দেখি নি; সমস্ত রাত মাঠে-ঘাটে হেঁটে-হুঁটে তোমার আক্কেল হ'লো না, সে ঘোড়া আর পাওয়া যায়, দয়াময় হরির কৃপায় অন্তর্ধান হয়েছে! ঐ দিক্‌টে পানে অশ্বশালা আমাব জানা ছিল, এখন কোথায় গেছে জানি না; তোমার সখ হয়—ঘুরে দেখ; আমি ত আর যাচ্ছি নে।

১ম গঙ্গারক্ষক। রাজমহিষী কোথায়?

বিদূ। কেন, অন্তঃপুরে।

১ম গঙ্গারক্ষক। আমাকে তাঁর কাছে নে যেতে পার ?

বিদূ। কেন বল দেখি, পতিপুত্র যুদ্ধে গিয়েছে, মাগী হা-হুতাশ ক'চ্ছে এ দুষমন চেহারা নিয়ে গিয়ে কেন খাড়া ক'রব বল ত ? কি তোমার কথাটা কি ভাঙ্গ না, কাল রাত থেকে ত ফিরছ,—মত্‍ খানা কি ?

১ম গঙ্গারক্ষক। আমি রাজাব মঙ্গলের জন্য এসেছি।

বিদূ। কাকুর মঙ্গল যে তোমাব চৌদ্দপুরুষে কখন ক'রেছে, এ ত আম বিশ্বাস হয় না। এ রাজ্যে ত চারিদিকে মঙ্গলেব ধ্বনি উঠেছে যা হবার তা পুরুষমহলে একদম হ'য়ে যাবে, এখন মাগীদের ি ঘরচাপা দেবে,—না গয়না কেড়ে নেবে ?

১ম গঙ্গাবক্ষক। সত্যি ব্রাহ্মণ, আমি মঙ্গলকামনায় এসেছি।

বিদূ। ভেঙ্গে না বল্লে, দাদা, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

১ম গঙ্গারক্ষক। শোন ব্রাহ্মণ, আমি গঙ্গাদেবীর কিঙ্কর।

বিদূ। হ'তে পারে, গঙ্গাযাত্রীব ঘাড়মোচড়ানগোছ চেহারা বটে কার সন্ধানে গঙ্গালাভের জন্য আসা হ'য়েছে ? রাণীবও কি ি সংক্ষেপ না কি ? এ দিকে হরি নাম, এদিকে আপনাদের পদাপ কাবখানাটা কি বল্‌তে পারেন ? কি, বাস্তবৃক্ষটী বাখবেন না, না কি

১ম গঙ্গারক্ষক। ঠাকুর, পরিহাস রাখ।

বিদূ। পরিহাস আমার চৌদ্দপুরুষ জানে না।

১ম গঙ্গারক্ষক। সর্ব্বনাশ হবে।

বিদূ। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, আর যেটুকু সন্দেহ ছিল, মহাশয়ের শুভাগ তা বিনাশ হয়েছে।

১ম গঙ্গারক্ষক। ঠাকুর, তুমি রাজ্ঞীকে গিযে বল, শঙ্কর বিরূপ, জয় হবে না। কি আশ্চর্য্য, আমরা অলক্ষিতে যথা ইচ্ছা যাই

দেবদেবের কি কোপ, কাল অশ্বশালা খুঁজে পেলেম না, আজ অন্তঃপুর খুঁজে পাচ্ছিনে! ঠাকুর, তুমি রাণীকে বল গে, ঘোড়া ফিরিয়ে দিন, যুদ্ধে জয় হবে না।

বিদূ। সে আমার কর্ম্ম নয়, ঐ ওদিকে অন্তঃপুর, যেতে ইচ্ছা হয় যাও; তোমারও কর্ম্ম নয়, স্বয়ং গঙ্গা মা এসে বল্লে কি হয় জানি না! হরি ঘাড়ে চেপেছে, মাগী কি হিত কথা শোনে, চল নিয়ে যাই। পালাও কেন, পালাও কেন?

১ম গঙ্গারক্ষক। আর পালাও কেন, দেখ্ছ না, শূল হাতে কে তেড়ে আস্‌ছে! (পলায়ন)

বিদূ। কে বাবা, কাকেও ত দেখ্‌ছিনে, দেখা না দেন, সে এক রকম ভাল, ওদের মতন আলো-করা চেহারা কোন্ চণ্ডালের দেখ্‌বার সখ্ আছে। যাই একবার রাণীর কাছে, যদি সুবিধা বুঝি, কথাটা পাড়্‌ব, নইলে গুম্ খেয়ে চ'লে আস্‌ব আর কি! আহা, মাগী মুক্তিলাভ করে না গা? ভবের কাণ্ডারী হরি, বেছে বেছে লোক নাও না কেন? [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু ও অনুশাল্ব।

ভীম। বৃথা বীর্য্যবল, বিফল গৌরব,
পরাভব বালকের রণে!
হা কৃষ্ণ, এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর,
বাহুদ্বয় করিব ছেদন,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে।
বধিলাম হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বকে,
শতভাই কীচক নিপাত ভুজবলে,
শত ভাই দুর্য্যোধন চূর্ণ গদা ঘায়,—
কেন হরি, নিবারিছ আর,
বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও বীরবর,
হরে নাহি চাল';
যতক্ষণ মহাদেব বল না হরিবে,
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে।

ভীম। ধিক্ ধিক্,
হা কৃষ্ণ, এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ!

বৃষকেতু। শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু!
কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধনুর্গুণে।
প্রাণপণে আক্রমণ করি

নারিলাম আঘাতিতে বীরে,
অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর-সমরে।

অনুশাল্ব। দানবীয় মায়া যত করিনু প্রকাশ,
হ'লো নাশ বালকের শরে;
তিন পুরে নাহি বীর প্রবীর সমান।
স্বচক্ষে দেখেছি,
গুণহীন করিল গাণ্ডীব,
দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ
ছাড়ে বীর আঁখি পালটিতে।
কিরূপে সংগ্রাম-জয় হবে হৃষীকেশ ?

ভীম। রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদ দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ,
কিন্তু এ হেন বিক্রম—
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান!
বল মোরে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত ?

শ্রীকৃষ্ণ। যা কহিলে সত্য বীরবর,
প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন,
শূল করে শঙ্কর সহায় তার।
আগত যামিনী, লভ শিবিরে বিরাম,
আজি নিশার মতন
সন্ধি ক'রেছি স্থাপন;
কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্রের অপরপার্শ্ব

প্রবীর।

প্রবীর। আজিকার মত রণ হ'ল অবসান,
এ কি,
কোথা হতে যন্ত্রধ্বনি ওঠে সুমধুর!
মরি মরি,
বিদ্যুৎ-ঝলক সম কে রমণী হেরি?
আহা.
রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল!
কে রমণী? কোথায় লুকাল!

(বালক-বালিকাবেশে কাম ও রতির প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

খাম্বাজ-মিশ্র—দাদরা।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়।
কাঁপিয়ে পাতা, ধীরে যেথা, মলয়-মারুত ব'যে যায়॥
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হ'য়ে কোকিল যেথা গায় কুহুস্বরে,
ফোটে ফুল গরবের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢ'লে পড়ে কলির গায়॥

প্রবীর। মরি মরি, কে এ দুটী বালক-বালিকা !

কাম। ঘবে ঘরে খেলে বেড়াই আমরা দু'জনে,
নইলে এমন বাঁধাবাঁধি থাক্‌তো কেমনে ?
আমি ফুল ছড়াই সবার গায়—

বতি। মিনি স্থতোর ডুরি আমি বাঁধি সবার পায়।

কাম। আমার পূজো সবাই করে,

রতি। আদর আমাব ঘরে ঘরে।

প্রবীর। তোমবা কি ঐ দিক্ থেকে আস্‌ছ ?

কাম। হাঁ।

প্রবীব। ওদিকে একটী যুবতীকে যেতে দেখেছ ?

কাম। হ্যাঁ।

প্রবীব। সে কোথা গেল ?

কাম। বাড়ী গেছে, তুমি যাবে ? নিয়ে যাই চল।

উভয়ে (গীত)

খাম্বাজ-মিশ্র—ঠুংরি।

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পরায নাগরে।
নইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে করে ?
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী-নাগর,
না হ'লে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখ্‌তে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর ;
নইলে কি বয মলয়-বাতাস, কোকিল গায় কুহুস্বরে।

[উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবীরের গমন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মায়াকানন

নায়িকা ও সখিগণ।

(প্রবীরের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

বেহাগ-মিশ্র—খেম্‌টা।

একে সই ছোটে মলয়-বায়,
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়।
দেখিস্ দেখিস্ সাম্‌লে থাকিস্ প্রাণ নিয়ে না যায়॥
চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন,
হ'য়েছে কেমন কেমন, তাই বলি আয় চ'লে আয়।
কেন লো কাঁদ্‌বি শেষে, ফেল্‌বে ফাঁদে মুচ্‌কে হেসে,
কে এলো কি ভাবে সই, ছল্‌তে অবলায়॥

প্রবীর। কে সুন্দরি, ল'য়ে সহচরী
কেলি কর বন-মাঝে!
প্রফুল্ল যৌবন,
বনে হেন না ফুটে কুসুম,
তুলনায় সম যেবা তব;

কিবা রাগ-রঞ্জিত বদনে,
কৌমুদী আদরে খেলে ;
মন্দ বায় অলকা উড়ায়,
জিনি’ মণি অধর রক্তিম,
পদ্মমুখে
নয়ন খঞ্জন করিছে নর্ত্তন,
মাধুরী-লহরী দুলে যায়,
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ—
ফিরে চাও সুহাসিনি !
দেহ পরিচয়,
রাজার তনয় আজি কিঙ্কর তোমাব।

সখিগণ। (গীত)

শ্যামসিন্ধু—দাদ্‌রা।

ভুলো না কথায় ভুলো না—
হেথা তো থাকা হ’ল না।
থাক্‌লে হেথা ঠেক্‌বে দায়ে, ফিরে চল না ॥
এসেছে ছল্‌বে ব’লে, শেষে কি ভাস্‌ব জলে,
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন ট’লে ;
ওলো সরল ললনা ॥
দেখিস্ লো! থাকিস সাবধানে,
আঁখি-বাণ প্রাণে না হানে,
মন্‌চোরারে ধরা কেন দেব বল না।
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না ॥

প্রবীর। বিমোহিনী ছবি ! দেবী কি মানবী !
ছাড় ছলা—দেহ পরিচয়,
হে রূপসি, তৃষিত পরাণ,

সুধাংশুহাসিনি, রাখ পায়।
নিতম্বিনি—
বিভোর হৃদয়, চিত্তহারা তোমা হেরি।
কামিনী কোমল-প্রাণা শুনেছি ললনা,—
কঠিনা হ'য়ো না মম প্রতি।

নায়িকা। অমনি ক'বে যারে তারে, ভুলাও বুঝি কথার ছলে,
বল হে চ'লে এলে, কোথায় কাবে ভাসিয়ে জলে ?
মজেছি নাই কো বাকী, হয় নি কি হে মনের মত ;
বল হে শেখালে কে, এলো সোহাগ জান কত ?
সবলা বনবালা, কেন জ্বালা বাড়াও এসে,
সখী মিলি করি কেলি, কে জানে হায় মজ্‌ব শেষে।
যাও যাও, সেই ত যাবে, কেন হেসে পরাও ফাঁসি,
আজকে বল, ফুলের মত, কাল সকালে ব'ল্‌বে বাসি।

প্রবীর। সুন্দরি, তোমায় মিনতি কচ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক'র না, আমায় যাতনা দিও না ; আমি আর আমাব নই—আমি তোমার ; মুখ তুলে চাও, কথা কও। পায়ে প্রাণ রেখেছি, তুলে নাও !

নায়িকা। (গীত)

কানাড়া—দাদ্‌রা।

ও লো সই, দেখ্‌ লো কত কাণ
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ ॥
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়,
কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, মজিয়ে চ'লে যায়,
মন-মজানের মজ্‌লে কথায় থাকে না লো মান,
যেমন আদর তেমনি অপমান ॥

প্রবীর। স্থলোচনা, হয়ো না কঠিনা,
দিও না বেদনা,
সহে না—বল না কত সয় ?
মজায়ে মজিতে কর ভয়,
এই কি কোমলপ্রাণা নারীর বিচার ?
হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,
প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন।
চন্দ্রাননি !
বদন তুলিয়ে, হেসে কথা ক'য়ে,
আশা দিয়ে জুড়াও তাপিত প্রাণ।
দেখ পরীক্ষিয়া,
দহে হিয়া তব অযতনে !

নায়িকা। তুমি রাজার কুমার, যাও মেনে আর—
কাজ কি অত কথার ভাণে,
তুমি কি আমার হবে ?
কাজ কি থাকি মানে মানে।

প্রবীর। কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয় ?
সাধ হয়,
বিদারি হৃদয় দেখাই তোমায়,
বুঝে, কেন বুঝ না রূপসি !
কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা কারু নয় আর ;
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব ;
হৃদি-সিংহাসনে যতনে তোমারে দিব স্থান।

যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার ধনি !
সুন্দরি, কেন লো বঞ্চনা কর !

নায়িকা। তুমি যে আমার হবে, স্বপনে ওঠে না মনে ;
জেনে শুনে মন ম'জেছে, মন ফিরাব আর কেমনে।
বিষ-মাখান নয়ন-বাণে জরজর হ'ল তনু,
মরে নারী নয়ন-শরে তবে কেন করে ধনু ?

(ধনুক ধরিতে গিয়া)

এ কি হে কেমন রীতি, দিতে নার ধনুকখানি ?
তুমি হে আমার যত, মনে মনে তা ত জানি।

প্রবীর। রিপুজয় যত দিন না হয় সুন্দরি,
নিষেধ ত্যজিতে শরাসন,
বীরসাজ ত্যজিতে লো মানা।
কালি অরি প্রেরি' হস্তিনায়,
ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিব তোর পায়।
বল ধনি, তুমি তো আমার হবে ?

নায়িকা। হ'য়েছি, আব কি হব, দেখ ব'য়ে যায় যামিনী ;
বুঝে ছল কর এত, বল কত সয় কামিনী।
এস হে সাজাই তোমায়, বীরসাজে আর কি কাজ এখন,—
বড় সাধ উঠ্‌ছে মনে, যতনের ধন কর্‌ব যতন।
মাত' আজ প্রেম-সমরে, সকালে কাল যেও রণে ;
এস হে হৃদয়নিধি, সাধের সাগর ভাসাই মনে।
আদরে সাজিয়ে বাসর, সোহাগ তোমায় কর্‌ব সাধে,
পেয়েছি আর কি ছাড়ি, রাখব বেঁধে রসিকচাঁদে।

[সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দৃশ্য-পরিবর্ত্তন—সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্ত্তন)

সখিগণ। গীত।

সামন্ত-সারঙ্গ—খেম্‌টা।

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচ লো তাথেই থেই,
হাড়ে হাড়ে তাল দে না লো কাজ ত বাকী নেই;
আয় লো বসি মড়ার বুকে,
চিতের ছাই আয় মাখি গায়॥
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয় লো যোগিনী, রণরঙ্গিণী,
নাড়ীর মালে মড়ার ছালে, আয় সজনি, সাজাই কায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ

(জনা ও নীলধ্বজের প্রবেশ)

নীল। বল প্রিয়ে, কুমার কোথায়?
দমিয়ে দুর্ম্মদ অরি রথীন্দ্র নন্দন,
নামি' রথ হ'তে
পদব্রজে গেছে কোথা চলে!
এখন' কি আসে নাই তোমার নিকটে?

চারিদিকে দূতগণ করে অন্বেষণ,
সন্ধান না পায় কেহ!
কেহ বলে দেখিয়াছি বটবৃক্ষতলে,
কেহ বলে বনপথে গেছে চ'লে;
তত্ত্ব কিছু না হয় নির্ণয়।
তোমা ছেড়ে সে ত নাহি রয়,
যথা রয়, সন্ধ্যাব সময়
তোমায় আমায় প্রণাম করিয়ে যায়।
কিছু ত বুঝিতে নারি,
বন্দী কি হইল পুত্র অরিব কৌশলে!
দেখ দ্বিপ্রহর উদয় হইল,
তবু কেন গৃহে না আইল!

জনা। প্রাণেশ্বর! প্রাণ মম কাঁপে থর থব,
কোন্ মায়াবিনী
ভুলালে বাছারে আজি!
মম দূত আসিয়াছে ফিরে,
তত্ত্ব নেছে শত্রুর শিবিবে,
নিরানন্দ অবিবৃন্দ কবে হায় হায়,
নিরুৎসাহ পাণ্ডববাহিনী;
রণ অবসান,
তথাপি কটক নহে স্থির।
ম্রিয়মাণ রথিগণে যুক্তি করে সবে.
কি উপায় হবে,
প্রাতে যবে কুমার পশিবে রণে!
বন্দী যদি করিতে পারিত,

এতক্ষণ পুনঃ হানা দিত।
মম ঘটে বুদ্ধি না যুয়ায়,
হুতাশে নেহারি অন্ধকার,
গেছে কি সে জাহ্নবী পূজিতে?
না—না—সম্ভব ত নয়,
আমা বিনা সে কারে না জানে;
কার্য্যান্তরে রহি যদি ভোজন-সময়,
অন্ন নাহি খায়,
'মা' ব'লে সঘনে ডাকে।
বধূরে রাখিয়া একা আসে রজনীতে,
কত ভুলাইয়ে
বাছারে পাঠাই পুনঃ শয়ন-আগারে।
তবে কেন দুলাল আমার
'মা' বলে এলো না ঘরে।

নীল। পুনঃ যাই সভায় মহিষি,
দেখি যদি তত্ত্ব ল'য়ে ফিবে থাকে কেহ।

জনা। দিনমানে দুরন্ত সমরে
ক্লান্ত বুঝি দূতগণে,—
জ্ঞান হয় যত্ন করি তত্ত্ব নাহি লয়;
আপনি চলহ রাজা পুত্র অন্বেষণে।
বুঝি মনোমত হয় নাই কোন কথা,
তাই বাছা ব্যথা পেয়ে মনে,
লুকায়ে রয়েছে অভিমানে;
ঘোরে ফেরে 'মা' ব'লে সে আসে,
কটু তায় কহিয়াছি কত,

তাই কি করেছে রোষ অঞ্চলের নিধি ?
কি হলো, কুমার কোথা গেল !
চল, রাজা, যাই দুই জনে—
ভ্রমি বনে বনে 'প্রবীর' বলিয়ে ডাকি।
শোনে যদি আমার বচন,
কদাচন রহিতে নারিবে,
'মা' ব'লে আসিবে ধেয়ে।

নীল। রাণি, বৃথা কোথা যাবে !
দেউটী লইয়ে করে ফিরে লক্ষ চর,
সতর্ক ঘুরিছে আসোয়ার,
চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন
করিয়াছে অন্বেষণ।

জনা। চল, রাজা, চল চল—যাই দুইজনে,
নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমান,
অভিমান কথায় কথায় তার !

নীল। স্থির হও রাজ্ঞি, আসি সভাতল হ'তে।

[প্রস্থান।

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মাগো, কি হ'ল, কি হ'ল,
রণজয়ী প্রাণনাথ কেন না ফিরিল ?
নিরবধি কেঁদে প্রাণ উঠিছে জননি,
চারিদিকে অমঙ্গল ধ্বনি,
মরি ডরে গুণমণি নাহি ঘরে।
ঐ শোন,
মৃদু রোলে কাঁদে কে কোথায় !

জনা। সত্য শুনি রোদনের ধ্বনি,
কুহকিনী কে এসেছে পুরে ?
সত্য মৃদুরোল প্রবীরের নাম স্মরি ;
মিশাইল রোল,
ওই ক্ষীণ কণ্ঠ পুনঃ উঠে,
এ কি ! ক্ষীণস্বর উচ্চতর ক্রমে,
কার মায়া বুঝিতে না পারি !
যাও গৃহে, স্মর দেবতায়,
দেখি, কে রাক্ষসী করে মায়া।

মদনমঞ্জরী। ওই মাগো ওই সেই রোল !
যেন জ্ঞান হয় কত জন আসে যায়,
এস গো জননি,
মৃদু কণ্ঠধ্বনি ওই দিকে।

(অগ্নিব প্রবেশ)

অগ্নি। বীরমাতা শুন গো জননি,
অমঙ্গল হেরি বড় পুরে !
কি জানি কি মায়ার প্রভাবে
জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ আমাব,
ধ্যানদৃষ্টি বদ্ধ অন্ধকারে,
কে জানে কে দেবত্ব হরিল,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সমান এবে আমি !
যাইতেছিলাম মাতা নগর-বাহিরে
কুমারের অন্বেষণে,
অকস্মাৎ ভৈরব-ময়তি নিবারিল গতি,

হুম্ হুম্ শব্দ আচম্বিতে।
ঘোর রজনীতে
শুনিলাম নৃত্য থিয়া থিয়া,
হি হি হি হি হাস্যের ঝঙ্কার ;
বিকট চীৎকার,
বিকট ভৈরব করতাল,
সভয় অন্তরে আসিয়াছি বার্ত্তা দিতে !
জ্ঞান হয় বিরূপ শঙ্কর,
তাই কৈলাসীয় বিকট কটক
নিশায় নগর-মাঝে।
দুর্গার অর্চ্চনা শীঘ্র কর, রাজরাণি !

জনা। দুর্গা কেবা ? তারে নাহি জানি ;
শুনি মায়ের সতিনী,
কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীব ?
শঙ্করে নাহিক মম ডর।
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,
দুস্তরহারিণী দুরিতবারিণী
সুরতরঙ্গিণী সদয়া দাসীর প্রতি।
নারায়ণ ত্রিলোচন ভবানী না গণি,
জানি মাত্র জাহ্নবী জননী ;
অমঙ্গল রহে কোথা মঙ্গলার বরে ?

অগ্নি। অভেদ করো না ভেদ সতি !
জেনো মাতা,
ভাগীরথী-পার্ব্বতী অভেদ।
বামদেব বাম,

ভাবিলে মা অন্তর শিহরে !
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়—
বাক্য ধর, অনুরোধ রক্ষা কর মাতা।
শিবরাণী সদয়া না হ'লে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে,
ভীষণ ভৈরব-কোপে নিস্তার না পাবে।

জনা। ভাগীরথী পার্ব্বতী অভেদ যদি জান,
তবে কেন অন্য নাম আন ?
নিশ্চয় দেবত্ব তব হরেছে ভৈরবে,
নহে কহ পতিতপাবনী
এক আত্মা ডাকিনীর সনে !
বিকল অন্তর মম কুমারে না হেরি।
উপদেশবাক্য এবে ধরিতে না পারি ;
হিতকারী যদি তুমি, যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রবীর আমার।
নীরব নিশায়,
ধীরে যদি বায়ু ব'য়ে যায়,
আশঙ্কায় লোকে শোনে ভৈরব-নিনাদ।
যাও ত্বরা, কুমারে আনিয়া রাখ প্রাণ !
কিন্তু যদি ভয় চিতে ভৈরব-হুঙ্কারে,
যাও দ্রুত স্বাহার মন্দিরে।
অগ্রে করি গঙ্গাপূজা,
পরে দেখিব কে ভৈরব মূরতি
শূলহস্তে রোধে মোর গতি !
শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে।

দেখি কোথা হাম্ হুম রব,
তাথেই তাথেই নৃত্য ভৈরব উৎসব।
ভূত প্রেত প্রেতিনীর নাহি ভয়,
যাব পুত্র-অন্বেষণে কে বিরোধী হবে?
আয় মাতা!

[মদনমঞ্জরী ও জনার প্রস্থান।

অগ্নি। এ কি, হরগৌরী-নিন্দা! এ পুরে ত আর থাকা হয় না! কি নারায়ণের নিষেধ, তিনি এ পুরে প্রবেশ না ক'ল্লে আমি স্থানান্তরে যেতে পারব না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। দেব্‌তা, দেব্‌তা কি ভাব্‌ছ? ছেলেটা কোথা ব'লে দাও না; এতদিন জামাই-আদরে খেলে, হলেই বা দেবতা, একটা উপকার কর না। শুনেছি, তুমি অন্তর্য্যামী, ভূত, ভবিষ্যৎ বল্‌তে পার, বল না ছেলেটা কোথায় আটক প'ড়্‌ল?

অগ্নি। আজ আমার আর সে দেবশক্তি নাই।

বিদূ। তা থাক্‌বে কেন? একখানি খড়ের ঘর এনে সাম্‌নে ধরি, এক্ষণি দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবে, ঘিয়ের মট্‌কিটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওজড় ক'রবে, কারুর কচি ছেলের কাঁথায় গিয়ে লাগ্‌বে, কারু নূতন ঘর ক'রে দেবে। কেন অগ্নিদেব, যেখানে যে হোম করে, তা' এখান থেকে ব'সে ঠাওর পাও, অম্‌নি দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠ!

অগ্নি। সত্য ব্রাহ্মণ, আমি ভৈরবী মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়েছি।

বিদূ। গা ছম্ ছম্ একা আমার নয়, তোমারও করে দেখ্‌তে পাই আচ্ছা ঠাকুর, এটা বল্‌তে পার, থেকে থেকে কি হাঁক্ ডাক্ শুন্‌ছি মুরলীবয়ান মুরলীনাদই কর্ত্তেন জান্‌তুম, এমন যে বিকট আওয়াজ

ছাড়তে পটু, তা আমার বাপের জন্মেও জানতুম না; বাবা, আঁধার রেতে পিলে চমকে ওঠে! কোথায় কে ক'চ্ছেন হুম, কোথায় কে ক'চ্ছেন হাম্।

অগ্নি। আমার জ্ঞান হয় কৈলাসীয় মায়া।

বিদূ। আমি ভেবেছিলাম মোক্ষ দিতে বুঝি একলা হবি, তা নয়, আবার হরহরি! তা দেবদেবের বিনা আবাহনে এত কৃপা কেন? হবি না হয় অন্তর্য্যামী, ভোরে ডাক শুনে এসে পড়েছেন, এঁর দযাটা কিসে ফুট্‌লো।

অগ্নি। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি দেব-দৃষ্টিহীন।

বিদূ। না, পুরী একগাড় ক'র্‌লে, ছাড়লে না! দেব্‌তা, তুমি ত ব'ল্‌ছ, হরিহব কৃপা ক'চ্ছেন, তুমি একটু অকৃপা ক'রে আমায় ব'লে দাও না, ফুটে না বল, আঁচে ইসাবায় জানিয়ে দাও না, ভয়ই করুক আর যাই করুক, আমি একবাব ঘুবে ফিরে দেখি।

অগ্নি। আমি তো তোমায় ব'ল্‌ছি, আমাব সাধ্যাতীত।

বিদূ। আর কেন ছক্কাবাজী ঝাড়ছ? বসিকতা ত অনেক হ'লো! এই আদ্দিন যে জামাই-আদবে খেলে, দেব্‌তা হ'লেই কি সব ভুল্‌তে হয়? একা হবিব দোষ দিলে কি হবে? দেবতার বাচ্ছা কেউ কম নয়, পূজো কল্লেই সর্ব্বনাশ! বাম্‌নীর ইতু ভাঁড়টি আগে টেনে ফেল্‌ছি, তবে আর কাজ।

[অগ্নির প্রস্থান।

পরিষ্কার চ'লে গেল। বেটাদের চোখে চামড়া নেই, তা পলক পড়্‌বে কি? হরকে শুনেছি দুটো বেলপাতা দিলে ঠাণ্ডা হয়, মরি বাঁচি কাল সকালে দুটো দেব। এখন হরির কি করি? ও তুল্‌সীপাতাও নেবে, জোড়া মন্ত্রও বার ক'র্‌বে। মোক্ষদাতা হরি, হরের বাবা! গা-টা বড় ছম্ ছম্ ক'র্‌ছে, গায়ত্রী ত থান্‌কে থান্

বজায় বেখেছি, নষ্ট করিনি; দেখি যদি মনে পড়ে, একবার মনে মনে আওড়াই। একবারেই কি হয়? মোগুার চোটে মা গায়ত্রী মাথায় উঠে ব'সে আছেন! আর দুষ্‌লেই ত হয় না, নেয়েই ক্ষিদে পায়,—এইবাব মনে প'ড়েছে। যেন ছম্‌ছমানীটে কতক গেল, জপ্‌তে জপ্‌তে দেখি ঘুরে, যদি কুমারের দেখা পাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির-অভ্যন্তর

ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ।

ভীম। হে মুরারি, বুঝিতে না পাবি,
এ দুর্ম্মদ অরি
কিরূপে বা বধিবে অর্জ্জুন!
দুষ্কর সমর দেখেছি বিস্তর,
বিশ্বজয়ী রথিবৃন্দে প্রবোধিছি রণে;
দেখেছ শ্রীহরি,
ব্রহ্ম-অস্ত্র হেরি পলক পড়েনি মম।
কিন্তু,
বিস্ময় জন্মেছে, কৃষ্ণ, প্রবীরের রণে!
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শর চূর্ণ যে গদায়
অনায়াসে কাটিয়া পাড়িল!
সব্যসাচী অর্জ্জুনের করে,
অস্ত্র ঝরে বরিষার বারি সম।

কিন্তু বাসুকি-হুঙ্কার,
কুমারের অস্ত্রের ঝঙ্কার ;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম
শরশ্রেণী ভুবন ব্যাপিয়ে চলে !
এ রিপু, হে হৃষীকেশ, কেমনে নাশিবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বৃকোদর !
সামান্য মানব এবে প্রবীর কুমার।
মাতৃবলে বলী, আজি মায়ে অবহেলি,
অঙ্গনার করিয়াছে উপাসনা।
কুপিত শঙ্কর হরেছেন বল তার,
ব্যথা দেছে মা'র মনে আজি।
হের শিব-দূত আসিছে শিবিরে।

(শিব-দূতের প্রবেশ)

শিব-দূত। নমি পদে জনার্দ্দন ভুবন-পাবন !
ভুলেছে প্রবীর বীর নায়িকার ছলে।
ল'য়ে যোগিনী সঙ্গিনী,
মনোহর উপবন সৃজিল মোহিনী
ভীষণ শ্মশান-ভূমে।
কামদেব ছলিয়া তথায়
কুমারে লইয়া গেল।
কুহকিনী বিলোল নয়নে
হানিল কটাক্ষ-শর,
জরজর মদন-পীড়ায়
নায়িকায় সম্ভাষিল প্রেমভাষে।
রণসাজ মায়াবিনী মায়ায় হরিল,

মায়ানিদ্রা তখনি ঘেরিল,
নিদ্রাঘোরে অচেতন ভীষণ শ্মশানে
শিবের আদেশে, ত্রিশূল পবশে
হরিয়াছি বল তাব।
ঝরে যার মা'ব চক্ষে জল,
শিব-বল থাকে কি তাহার ?
ধর হে শারঙ্গ ধনু, লহ বণসাজ,
অর্পিলে কুমাবে যাহা,
আদেশ' দাসেরে, যাই পূজিতে মহেশে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানা'য়ো প্রণাম মম মহেশেব পায়,
নগেন্দ্রনন্দিনী-পদে শত নমস্কার।
কহিও ভৈরবদূত, অকৃতি এ সুত,
মনে যেন বাখেন জননী।

শিবদূত। তব আজ্ঞা শিবোধার্য্য ; প্রণাম চবণে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বাহিনী সাজায়ে শীঘ্র চল বৃকোদর,
বেড় মাহিষ্মতী পুরী ;
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার,
আসে পাছে উন্মাদিনী পুত্র-অন্বেষণে।
মাতা পুত্রে দেখা হ'লে পড়িবে প্রমাদ,
মায়া-বল নায়িকার তখনি টুটিবে।
মাতৃ-দরশনে, মাতৃ-ভক্তি উদয় হইবে পুনঃ।
ভক্তিভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর,
শমনের অধিকার না রহিবে আর ;
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর। [সকলেব প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

প্রবীর।

প্রবীর। এস এস কোথা আদরিণি!
এ কি, কোথা আমি!
কোথা সে বাসর!—এ যে প্রান্তর নেহারি,
সুন্দরী লুকাল কোথা? এ কি ছল!

(শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বীর্য্যবান রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে।
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে;
কীর্ত্তিগান চিরদিন রহিবে ধরায়,
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ দেহ বাজী ফিরে।

প্রবীর। রণসাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়,
চাহ যদি ফিরে দিব হয়।
কিন্তু হে বিজয়! বুঝিতে না পারি
উপহাস কর কি আমার সনে?
ফাল্গুনী সমরক্লান্ত সম্ভব না হয়।

অর্জ্জুন। সত্য, নহি রণক্লান্ত; শুন বীরবর,
দেব-বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে;
আজি যুদ্ধে হবে পরাভব,
দেব-কৃপা অদ্য মম প্রতি।

প্রবীর। অশ্ব দিব ফিরাইয়ে পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।

অর্জ্জুন। অবিলম্বে দেহ রণ, সাজ রথিবর!

প্রবীর। রণসাজ কোথায় আমার?
কুহকে আচ্ছন্ন আমি,
স্বপ্নসম সকলি হতেছে জ্ঞান!

শ্রীকৃষ্ণ। দেব-মায়া বুঝ রথিবর!
বিরূপ শঙ্কর,
যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে।
ভাব মনে,
এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি;
ভেবে দেখ, রণসজ্জা কে হরিল তব?
নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে,
দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়।

প্রবীর। বুঝিয়াছি, চক্রি, চক্র সকলি তোমার।
ধিক্ ধিক্ মৃত্যু শ্রেয়ঃ, এ জীবনে ধিক্!
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায়—
আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে।
অস্ত্র ধনু হরিয়াছ হরি!
ভাব কি হে তাহে মম হবে পরাজয়?

দেখিব কেমনে তুমি রাখিবে অর্জ্জুনে,—
শীঘ্র সাজি রণ-সাজে হইব উদয়।

অর্জ্জুন। ধনু অস্ত্র বর্ম্ম আদি দিতেছি তোমায়,
ইচ্ছা যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার,
লহ কপিধ্বজ রথ, সারথি নিপুণ,
অবিলম্বে সাজহ সংগ্রামে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বীর! যুদ্ধে কার্য্য কিবা?

প্রবীর। ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?
কহ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব কি হেতু তোমা পূজে?
কপটের শিরোমণি তুমি,
ছল মাত্র বল তব;
মধুর বচনে কহ, 'মাগ পরাভব'।
শুন ওহে যাদব-প্রধান! কহে শুনি,—
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু তব অবতার;
এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান।
শুন যদুবীর, রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম-অবতার—
তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে।
তব উপদেশে,
গুরুজনে কৌশলে বধিল পাণ্ডু-সুত।
জগবন্ধু নারায়ণ যদি হে কেশব!
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার?
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়,

ক্ষত্রধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন—
বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগি !

শ্রীকৃষ্ণ। রাখ রাখ রাজপুত্র বচন আমার,
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী ;
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর।
তোমা দোঁহে কেহ নহে উন।
সমরে সোসর তুমি বীরবর,
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি রণজয়
হয় দেহ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব না হবে কুমার।

প্রবীর। অনুরোধে ফিরাইব বাজী ?
না, অনুরোধ না মানিব ;—
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার !
ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে
কামোন্মত্ত হইয়ে নিশায়।
গঙ্গায় করেছি অপমান ;
জাহ্নবীর উপদেশ ঠেলি
ধনু-অস্ত্র অর্পিলাম বারাঙ্গনা-করে।
রণ-ক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির ঢালিব।
কিন্তু যদি হয় রণজয়, সম্ভব এ নয়,
গৃহে আর ফিরে নাহি যাব,

বেশ্যাদাস কবে সবে ;—
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি তাহে করিব প্রবেশ।
হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিখেছিলে ভালে!
এস ধনঞ্জয়,
দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ,
দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর?

অর্জ্জুন। বাছি লও ধনু অস্ত্র ইচ্ছামত তব,
কিম্বা বীব আইস শিবিরে,
যত অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়,
যাহা রুচি তাহা তুমি কবিও ধারণ।

প্রবীব। দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও হে সত্বর।

অর্জ্জুন। দুইখান রথ দূরে কর দরশন,
যাহে ইচ্ছা তব বীর কব আরোহণ।

[অর্জ্জুন ও প্রবীরেব প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। এই উচ্চ শাখিচূড়ে কব আরোহণ,
দৃষ্ট হবে নগর তোমার।
সিংহনাদ শুনি ঘন ঘন,
আক্রমিছে বৃকোদর,
বল মোরে কোন্ যোধ বাদী?

বৃষকেতু। (বৃক্ষে আবোহণ করিয়া)
উত্তবে বিক্রম করে বৃকোদব-ঠাট,
সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী,
দৈত্য-সৈন্য ছোটে পূর্ব্বদ্বারে,
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ দুয়ারে।
ধ্বজা হেরি জ্ঞান হয় মনে,

আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান।
ওই শুন অস্ত্র-ঠন্‌ঠনি,
বেধেছে সমর ঘোর।
তমাচ্ছন্ন হেবি অস্ত্রজালে,
উল্কা সম মহাঅস্ত্র চলে,
হানে কেবা কারে নির্ণয় করিতে নারি।
হেরি একাকার, শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সৈন্যের হুঙ্কাব ঘোর।
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
মহাসৈন্য টলে,
যেন ঘোর বোলে সাগরতরঙ্গ দোলে।
বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকাব,
আঁধার বাড়ায় তায়।

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধানে দেখ বীরবর,
ভৈরবীরূপিণী রমণী কি লক্ষ্য হয
অক্ষৌহিণী মাঝে?
বিহ্বলা পুত্রের তরে আসে যদি রাণী,
শক্তি কার না হইবে বারিতে ভীষণা।
নিশ্চয় আসিছে ভীমা পুত্র অন্বেষণে;
সে আসিলে অর্জ্জুনের নাহিক নিস্তার,
মহা তেজস্বিনী বামা জাহ্নবীর বরে।

বৃষকেতু। কই লক্ষ্য নাহি হয় কিছু!
হের হৃষীকেশ,
পাণ্ডব-গৌরব-রবি বুঝি অবসান।
দীপ্তিমান মহাঅস্ত্র ধরেছে কুমার।

অস্ত্রতেজে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড নেহারি!
ওই শুন বাসুকি-হুঙ্কার,
অস্ত্র ধায় বধিতে অর্জ্জুনে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ বীব, ধনঞ্জয় নিবারিল শব,
কুমার বিকল হের সব্যসাচী-বাণে।

বৃষকেতু। যমরূপী অস্ত্র দেখ জুড়িল কুমার!
শুন প্রভু, ভীষণ উঠিছে হাহাকার,
কালানল অস্ত্র-মুখে ঝরে,
গর্জ্জে বাণ ভৈরব-বিষাণ জিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। শূন্যে হেব নন্দী অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে,
অস্ত্র-তেজ মহাতেজে মিশাইল।
পুনঃ হেব নগর-মাঝারে,
হের কোন রমণী মূরতি?
উন্মাদিনী আসিবে নিশ্চয়।

বৃষকেতু। যদুবীর!
দারুণ ভীমের শরে অগ্নি ভঙ্গীয়ান,
সিংহনাদে যোঝে বীরবর।
হেরি দূরে উন্মত্তের প্রায়
দুইজন ধাইছে তোরণ-মুখে,
নির্ণয় করিতে নারি পুরুষ কি নারী!
উল্কা প্রায় আসে দ্রুতবেগে,
নারী হেন হয় অনুমান,—
স্তব্ধ সৈন্য অস্ত্র নাহি চালে।
কে ভীষণা, কহ দামোদর,
অন্য নারী কে বা তার সাথী?

শ্রীকৃষ্ণ। সঙ্কট পড়িল আজি অর্জ্জুনে লইয়ে
মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর,
শিব-বল ফিরিবে আবার।
কতদূরে নেহার ভীষণা ?

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও প্রবীরের পুনঃ প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বীরবর, ক্ষমা দেহ রণে।
করিয়াছ দুষ্কর সমর,
দেবনরে অসম্ভব !
ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম লভহ।
বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে,
তবু কেন যাচিছ সমর ?

প্রবীর। যুদ্ধ—যুদ্ধ, কর আক্রমণ !

[যুদ্ধ ও পতন।

অর্জ্জুন। হায় ! বীরবর হইল নিপাত,
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়কার্য্য, বধিলাম শিশু ;
বীরকুলক্ষয় হেতু জনম আমার।

বৃষকেতু। ঐ আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে,
সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী !
পলায় পাণ্ডবসৈন্য ডরে।

শ্রীকৃষ্ণ। শীঘ্র নাম তরু হতে,—চল পলাইয়ে।

[বৃষকেতুর বৃক্ষ হইতে অবতরণ।

অর্জ্জুন। হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায় ?
আহা বীরশ্রেষ্ঠ রথীন্দ্র প্রবীর !

শ্রীকৃষ্ণ। খেদ কর শিবিরে যাইয়া।

আসে জনা উন্মাদিনী ;
পুত্রবধ ক'রেছ কৌশলে,
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণে ;
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল।

[প্রবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রবীর। হে শঙ্কর ! এতদিনে
দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে ?
ভোলানাথ ! ভুলে ছিলে কত দিন।

(মৃত্যু)

(জনার প্রবেশ)

জনা। ওই ওই ওই যে কুমার,
বাপধন পড়েছ সংগ্রামে,
তাই যাদুমণি, এস নাই মার কাছে ?
হা পুত্র, প্রবীর আমার !

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

আরে অভাগিনী,
দেখ্‌রে কুমার কি দশায় !

মদনমঞ্জরী। হা প্রাণেশ্বর ! (মূর্চ্ছা)

জনা। মমতা, এস না বক্ষে মম !
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে !
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে।

বীব-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভৎ´সনা,
'পুত্রহন্তা অরি তোব জীবিত এখনো'।
শোণিতের সনে বহ গবল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈবিরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট'—
হিংসা তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠরে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে,
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈরনির্য্যাতন,
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে।
জ্বলরে সন্তাপ হৃদে জ্বলরে দ্বিগুণ,
জ্বালা জুড়াইবে জনা শক্রর শোণিতে।
হা পুত্র! হা স্বর্ণ-গিরিচূড়া!
যাই যাই বৈরী-নির্য্যাতনে।
দেখে যাই শেস দেখা ;—
আহা বাপধন,
পলক পোড়ো না চোখে নেহারি বাছাবে।

মদনমঞ্জরী। (মূর্চ্ছান্তে) আহাঁ!
প্রাণনাথ ভুলে আছ দাসীরে কেমনে?

ওঠ ওঠ প্রাণনাথ, ঘুমা'ও না আর,
ফিরে চাও মুছাও নয়ন-বারি,
পতিসোহাগিনী, পতি-কাঙ্গালিনী,
হের অভাগিনী তব পদতলে।
গর্জ্জে অরি শুন বীরবর, সাজহ সত্বর—
কাতরে স্বপক্ষ সেনা ডাকিছে তোমায়!
ওঠ বীরমণি—
ফাল্গুনীর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব কর ত্বরা।
কিবা অভিমানে ধরাসনে করেছ শয়ন ?
কথা কও, প্রাণ নাথ অভাগীর!
আরে প্রাণ পাষাণগঠিত,
প্রাণনাথ গেছে চ'লে, আছ কার তরে ?
কি হ'লো মা, কি হ'লো আমার!

জনা। কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে, শোক কর বালা,
শোক নাহি জনার হৃদয়ে!
অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম,
আঁখিজলে কর মা শীতল,
নাহি বারি জনার নয়নে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়,
বুঝি মর্ম্মস্থল জ্বলে,
কর তায় ধারা বরিষণ!
কাঁদ কাঁদ বালা, পতি তোর ধরাতলে;
রুধির-তৃষায় জ্বলে জনার অন্তর।

মদনমঞ্জরী। আজি এ শ্মশান পুনঃ বাসর আমার!
বিবাহের দিনে

পতি প্রদক্ষিণ ক'রেছিনু সাতবার,
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে
পদে করি নমস্কার।
কররে মঙ্গলধ্বনি শকুনি গৃধিনী,
চিতাভস্ম ছড়াও পবন,
মাঙ্গলিক ফুল সম।
শিবাগণে কররে আনন্দধ্বনি।
হৃদয়রঞ্জন, নারীর জীবন,
রমণীব শিরোমণি কর হে সোহাগ।
প্রাণপতি! কাঁদে সতী,
সোহাগে কর হে সাথী;
যাই যাই, প্রাণেশ্বব ডাকে মম!

(প্রবীবের পদতলে পতন ও মৃত্যু)

জনা। গুণবতি! ঘুমাও পতির কোলে,
জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে।
শুন শুন ভীষণ শ্মশানভূমি!
শুন সমীরণ।
শুন প্রেত দানা ডাকিনী হাঁকিনী—
ফের যারা এ নির্ম্মমস্থলে!
শুন রবি গগনমণ্ডলে।
জলে স্থলে অনিলে অনলে
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,—
মহেশ্বর চক্রধর দণ্ডধর কিবা,
বজ্র-হাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর,

সবে মিলি হয় যদি অর্জ্জুন-সহায়,—
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে রোষানল মম
প্রবেশিবে দহিতে অর্জ্জুনে।
পুত্রশোকাতুরা মাতৃকোপানলে,
দেখি পরিত্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে।
যাই যাই,
পুত্রহা অরাতি আছে জীবিত এখনো। [প্রস্থান।

(বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী প্রভৃতির প্রবেশ)

(গীত)

আনন্দভৈরব—ত্রিতালী।

ভৈরব।—ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর, গঙ্গাধর হর শ্মশানবিহারী।
ভৈরবী।—ঘোরা দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী, উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী॥
ভৈরব।—বিষাণগর্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
ভৈরবী।—অট্ট অট্ট হাসি প্রলয়প্রকাশি,
জয় চামুণ্ডে,
ভৈরব।— সংহারকারী॥
মাতে ভৈরব, ভৈরবরঙ্গে,
ভৈরবী।—প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
রুধিরদশনা,
ভৈরব। জয় পিনাকধারী॥
বব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল,
ভৈরবী।—করাল কুন্তল আকুল দল দল,
জয় ফণিকুণ্ডলা,
ভৈরব। জয় ফণিহারী॥

ভৈরব। গঙ্গাজলে দুই দেহ করিয়ে অর্পণ,
কার্য্য সাঙ্গ—চল যাই কৈলাস-সদন। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতু।

বৃষকেতু। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
পদানত অরি,
তবে কেন বিষণ্ণ তোমারে হেরি ?
অগ্নিদেব-অনুরোধে ক্ষান্ত আছে রণ,
নহে এতক্ষণ
রাজধানী হ'ত অধিকার।
মনে হয় নিশ্চয় ফিরায়ে দিবে হয়।
আর এক হ'তেছে বিস্ময়,
কৃপাময় কে বুঝে তোমার মায়া !
পুত্রশোকাতুরা জনারে হেরিয়ে
ডরে কেন পলাইয়ে এলে হরি ?
অগণন রণে
কত মাতা অপুত্র হ'য়েছে,
ক্ষত্রসুতা নহে কেবা পুত্রশোকাতুরা ?
জগন্নাথ, অকস্মাৎ জনারে হেরিয়ে
সভয় হইলে কি কারণ ?

পুত্রশোকে গালি পাড়ে নারী,
কতশত দেয় অভিশাপ,
অমঙ্গল ফলিলে তাহায়,
এতদিনে পাণ্ডুকুল হইত নির্ম্মূল।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বীর, নহে জনা সামান্যা রমণী!
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী।
ভোগ-লালসায় এসেছে ধরায়,
কালপূর্ণ—মিশাবে জাহ্নবীজলে।
মিলি মোরা তিন জন,
পুত্রে তার করিয়াছি কৌশলে নিধন,
বেজেছে বেদনা তায় গঙ্গার হৃদয়ে।
ভাতিছে জনার চক্ষে জাহ্নবীর রোষ,
হর-কোপানলে যদি থাকে হে নিস্তার,
জাহ্নবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার।

বৃষকেতু। এ ঘোর বিপদে কহ বিপদভঞ্জন,
ধনঞ্জয়ে কি উপায়ে রাখিবে মাধব?

শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র উপায় ইহার,
তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল,
কষ্টে সাধ্য হয় তায় পার্থের উদ্ধার।
এক অংশ লইবারে পারি,
অধিক শকতি নাহি মম।
অন্য অংশ করিতে গ্রহণ,
যদি কেহ থাকে মহাজন,
তবে রক্ষা হয় কিরীটীর।
কিন্তু কোথা কেবা শক্তিমান,

সে অনল পরের কারণ
কেবা করিবে ধারণ ?

বৃষকেতু। নারায়ণ, তব পদে আছে যার মন,
অসাধ্য সাধন
অনায়াসে করিবারে পারে।
হে শ্রীপতি, তব পদে থাকে যদি মতি,
জাহ্নবীর রোষানল করিব গ্রহণ।
যে হয় সে হয় করহ উপায়,
যাহে এক অংশ আসে মম 'পরে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি কথা কহ বীরমণি,
তুমি পাণ্ডবের নয়নের মণি,
অমঙ্গল যদি তায় হয়,
কি কবেন ধর্ম্মরাজ শুনি ?
কি জানি যদ্যপি শক্তি নাহি হয় তব
ধরিতে সে দুরন্ত অনল,
আমি, ধনঞ্জয় আর দেব দিগম্বর,
পারি মাত্র এক অংশ করিতে গ্রহণ ;
জাহ্নবীর কোপানল বিশ্ববিনাশিনী।

বৃষকেতু। হে শ্রীপতি, শ্রীচরণে ধরি
'ভক্তি' ভিক্ষা করিল কিঙ্কর,
ভক্ত বলি আশ্বাসিলে দাসে পীতাম্বর।
তব বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
হরিভক্ত হ'য়েছি নিশ্চয়।
কিবা শক্তি নাহি ধরে কৃষ্ণভক্তজন ?
চক্রধারি, নাহি ডরি রোষানল।

ওহে সারাৎসার,
উচ্চ কার্য্যে দেহ অধিকার,
রোষাগ্নির অংশী মোরে কর নারায়ণ।
যদি ভস্ম হই সে রোষ-অনলে,
হাসিবেন পিতৃদেব মিহিরমণ্ডলে
তুষ্ট হয়ে মম প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি—ধন্য আত্মত্যাগ!
এই মহাপুণ্যফলে,
পাইবে নিস্তার রোষানলে ;
তুমি, আমি, ধনঞ্জয়—অংশী এ রোষের।
শুন রথী, যেই হেতু রোষাগ্নি দুর্ম্মদ,
মাতৃপূজা-প্রতিবাদী মোরা তিনজন,
মাতৃপূজা করে যেই জন
যেবা তায় হয় বিঘ্নকারী,
রুষ্টা জগন্মাতা দিগম্বরী তার প্রতি।
কুপিতা ভৈরবী এবে অর্জ্জুনের 'পরে,
অবশ্য হইবে তার শমন দর্শন।
কিন্তু পুত্রস্নেহ মম প্রতি,
কৃষ্ণমাতা নাম. মম ভক্ত জানি
নিস্তারিণী রাখিবেন পায়।
ভেব না হুতাশ,
ভূমণ্ডলে পাণ্ডবের নাহিক বিনাশ,
ব্যাস-বাক্য হবে না লঙ্ঘন।
দেবীর প্রসাদে,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী দাসে,

অবাধে এ রোষানল এড়াবে অর্জ্জুন।
সঙ্গোপনে রেখো কথা,
স্মরিয়ে শঙ্করী আশীর্ব্বাদ কবি,
অকল্যাণ হবে না তোমার।

বৃষকেতু। বন্ধু যার শ্রীমধুসূদন
নাহি ডরি তাব তরে।
ও পদপঙ্কজ স্মরি
প্রাণের আশঙ্কা নাহি করি;
কিন্তু
আকুল অন্তর মম হে ব্রজবিহাবি,
তুমি অংশ করিবে গ্রহণ!
কল্পতরু তুমি ভগবান্,
কিঙ্করের পূরাও বাসনা,
বনমালি, মাগি বব—
ওহে বংশীধর,
তব অংশ দেহ এ দাসেরে।
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে,
এ পতঙ্গ রোষাগ্নিতে যদি যায় জ্ব'লে,
কমলাক্ষ! তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে;
তুমি ব্যথা পাবে,
এ যাতনা সহিতে নারিব!
রাঙ্গা পায় জানায় কিঙ্কর,
ব্রজেশ্বর, ক'র না বঞ্চনা।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিলে বীরেন্দ্র তুমি,
বিপদবারিণী কৃপাময়ী মম প্রতি;

সে রোষ না স্পর্শিবে আমায়,—
দেখ না প্রমাণ,
যদুকুল হ'ল কি নির্ম্মূল
গান্ধারীর অভিশাপে ?
যদুবংশ-বৃদ্ধি দিন দিন।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। নমি দানবারি,
ভয়ঙ্করী কোথা হ'তে আসিয়াছে নারী।
এলোকেশী আরক্তনয়না,
অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নারে ;
ফেরে শিবিরে শিবিরে,
কেবা জানে কি ভাবে ভীষণা,
কারে করে অন্বেষণ।
করালিনী কালভুজঙ্গিনী
শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে কাঁপে ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ভীষণ,
অনীকিনী আতঙ্কে কম্পিত।
অদ্ভুত কাহিনী শুন যদুমণি,
যেন শিবির খুঁজিয়ে,
ক্লান্ত হ'য়ে চামুণ্ডারূপিনী
বসিল অশ্বত্থ-তরুমূলে—
আচম্বিতে উঠিল গর্জ্জিয়ে,
'অর্জ্জুন' বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস,
শুকা'ল প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস-অনলে !

উন্মাদিনী উঠিল আবার,
থেকে থেকে করে বামা ভীষণ চীৎকার,
বড় ভাগ্যে ধনঞ্জয় নাহিক শিবিরে,
অনলদেবের সনে গেছেন নগরে,
নীলধ্বজ রাজার আলয়।
নহে,
নিশ্চয় মঙ্গলময়, অনর্থ ঘটিত।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও দূত সাবধানে,
কেহ কিছু না বলে বামারে,
নাহি ভয় চলে যাবে নিজ স্থানে।

[দূতের প্রস্থান

বুঝেছ কি, কেবা সে ভীষণা ?
পুত্রশোকাতুরা জনা,
যে নিশ্বাসে অশ্বত্থ শুকা'ল,
ভস্ম তায় হইত অর্জ্জুন।
বৃক্ষরূপে আমি তাহা ক'রেছি গ্রহণ,
বিষহীন ভুজঙ্গিনী জনা এবে।

বৃষকেতু। হে প্রভু, হে নিরঞ্জন ব্রহ্মসনাতন,
কত সহ ভক্তের কারণ,
পাপ-তাপ-ভার বহি নরদেহ ধরি
ধরায় ভ্রমিছ নারায়ণ,
করুণার তুলনা কি হয়,
সাগরের সাগর উপমা।
অজ্ঞ দাসে কহ বিশ্বরূপ,
বৃক্ষদেহে সহিতেছ যেই রোষানল

কিসে সে শীতল হবে ?
সাধ হয় হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে
লেপি প্রভু অশ্বত্থের গায়,
যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জ্বালা।
কহ নাথ, জীবিত কি হবে বৃক্ষ পুনঃ ?
নহে হরি,
রহিল দারুণ শেল কিঙ্করের বুকে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমা সম ভক্ত মম বিরল ভুবনে,
ক্ষুব্ধচিত্ত না হও ধীমান্।
বাড়াতে ভক্তের মান তাপ সহি আমি,
ভক্তের প্রসাদে সেই তাপ যায় দূরে।
এই রাজ্যে বৈসে এক মহাভক্ত দ্বিজ,
স্পর্শে তার তাপ দূরে যাবে,
নবীন পল্লব পুনঃ অশ্বত্থ ধরিবে।

বৃষকেতু। হেন ভক্ত কেবা দয়াময়,
পদে তার কোটি নমস্কার !

শ্রীকৃষ্ণ। অতীব সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকুমার,
বিশ্বাস তাহার,
জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম,
পুলকে গোলোকধামে অন্তে পায় স্থান
হস্তিনায় ল'য়ে যাব দ্বিজোত্তমে,
চল যাই ব্যাকুল বাহিনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদূষকের বাটীর সম্মুখ।

(ইতুভাঁড় লইয়া বিদূষকেব প্রবেশ)

বিদূ। এই যে, দিব্বি ঘাসগুলি গজিয়েছে, বেশ ঘরে ব'সে পূজা খাচ্ছ, না? তা চল, আমা হ'তে যদি ঠাকুরকুল নির্ম্মূল হয়, তা আমি ছাড়ছি না। একগণ্ডা ইতু ব'সেছেন ঘবে। আমি বুঝে নিয়েছি, ঠাকুরেব ছোট বড় নেই, সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে কেউ কসুর কর না।

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। তবে বে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, তুমি আমার ইতুভাঁড় চুরি ক'রে পালাচ্ছ?

বিদূ। আবে ক্ষেপী বুঝিস্‌নে, পুকুরধারে ভাল ক'রে পূজা কর্ত্তে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। পুকুরধাবে পূজো কি?

বিদূ। তবে আজ সমস্ত রাত কি কচ্ছিলুম? নোড়ানুড়ি বটতলায় অশ্বত্থতলায় যা যেখানে ছিল, সব একত্তরে জড় ক'রেছি, তোর এই ইতুভাঁড়গুলি বাকী, দুকাঁড়ী নোড়ানুড়ী সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পূজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ নয়; আচ্ছা, থাকুন দীঘিব জলে ঠাণ্ডা হ'য়ে।

ব্রাহ্মণী। এ মিন্‌সে ক্ষেপেছে!

বিদূ। মিন্‌সে ক্ষেপে নি, বাজ্যিশুদ্ধ ক্ষেপেছে। কেউ ব'ল্‌ছেন, 'মা, কি কব্‌লেন', কেউ ব'ল্‌ছেন, 'বাবা রক্ষা কর', কেউ ব'ল্‌ছেন, 'বিপদ-ভঞ্জন'— দূর হোক সকালবেলা আর ও নামটা ক'রব না। ওরে আবাগের বেটাবেটীরে, বাবা মা কাণের মাথা খেয়ে শুয়ে আছে, জেগে আছেন কেবল দামোদর, তা যা করবার তা ক'রে যাবেন।

ব্রাহ্মণী। দাও দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। আরে আয় না, পুকুরধারে এক এক ক'রে ঝারায় বসাই গে।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি ব'লছ ?

বিদূ। তুমি কি ব'লছ ?

ব্রাহ্মণী। ইতুভাঁড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

বিদূ। এই যে ছত্রিশবার বল্লুম।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি জলে ফেল্‌তে যাচ্ছ নাকি ?

বিদূ। এম্‌নি ত বাসনা, তবে ইতু ঠাকুরেব মনে কি আছে জানি নে।

ব্রাহ্মণী। ও মা কি সর্ব্বনাশ, তোমার এমন বুদ্ধি ঘট্‌লো কেন ?

বিদূ। ছুদিন বাঁচব ব'লে আব কি! তোমাব মাথায় সিঁদুর থাক্‌বে, খাড়ু খসবে না, নৈলে এই যে দেখ্‌ছ দূর্ব্বা ঘাস, ইতু ঠাকুরের ববে হাড়ে হাড়ে গজাবে, ওঁবা কেউ শুধু পূজা খান্ না।

ব্রাহ্মণী। না, দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। কেন পেড়াপীড়ি কচ্ছিস, দেখ্‌বি আয় না, ইতু ঠাকুর বুড়ো বুড়ো ক'রে তোকে বব দিয়ে যাবে এখন।

ব্রাহ্মণী। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হলো, ঠাকুর দেবতা মান না।

বিদূ। মানি নে ত নিয়ে যাচ্ছি কেন ? পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি, খুব মানি। তবে যে কখনও কারুর ভালো করেন, এই কথাটি মানি নে। ছাড়, নে তোর ইতুভাঁড়। ঐ রাজবাড়ী থেকে না বদ্দি যাচ্ছে ? ও বৈদ্যরাজ, ও বৈদ্যরাজ, বলি হন্ হন্ ক'রেই চলেছ যে ?

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। কি ঠাকুর, রাজবাটী থেকে চলে এলে কখন্ ?

বিদূ। মশায় যখন নাড়ী টিপে মাথা চাল্‌ছেন। আপনি চলে এলেন যে ?

বৈদ্য। একটা ঔষধ প্রস্তুত ক'র্‌ব ভব্‌ছি।

বিদূ। কেমন দেখ্‌লেন ?

বৈদ্য। দেখ্‌লেম বড় সঙ্কট, আরোগ্য হলেও হ'তে পারেন, আর না হ'লেও হ'তে পারেন।

বিদূ। আমিও বেশ বুঝ্‌লেম।

বৈদ্য। কিরূপ—কিরূপ ?

বিদূ। মশায়ও এখন বজ্রাঘাতে ম'র্‌লেও ম'র্‌তে পারেন, আর বেঁচে গেলেও যেতে পাবেন।

বৈদ্য। দেখুন হ'য়েছে কি—একে বৃদ্ধ শরীর, তায় অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ, তায় পুত্রশোকে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন—

বিদূ। এগুলি আমি জানি, এগুলি শুন্‌তে মশায়কে ক্লেশ দিতেম না; জিজ্ঞাসা কবি, কিছু উপায় আছে কি ?

বৈদ্য। উপায় কষ্টসাধ্য, আপনি যান, আপনি দেখ্‌ছি, উত্তম শুশ্রূষা করেন।

বিদূ। আমি থাক্‌তেম, মশাই ঠোঁট তুব্‌ড়ে মাথা চাল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন, সত্যি বল্‌তে কি, দেখে যেন যমদূত জ্ঞান হ'ল; ভাব্‌লেম, উনি তত ক্ষণ নাড়ী টিপুন, আমি একট মাঙ্গলিক কাজ ক'রে আসি।

বৈদ্য। হ্যাঁ উচিত, নারায়ণকে তুলসী দেবেন ?

বিদূ। তোমার সাত বেটার কল্যাণে দেব।

বৈদ্য। কেন ঠাকুর, তুলসীই তো ব্যবস্থা।

বিদূ। ব্যবস্থা তো বটে, ভাল শালগ্রাম এখন কোথা পাই ? আপনার বাড়ী আছে কি ?

বৈদ্য। হ্যাঁ, উত্তম শালগ্রাম—গিরিধারী।

বিদূ। তা দেবেন চলুন, আমি ঝারায় বসিয়ে তুলসী দেব। (স্বগত) যেমন নরবংশ নাশ ক'চ্ছ, তোমার ছুড়ীর বংশ নাশ ক'র্‌তে আমি ছাড়্‌ব না। যেখানে যা পাব হাতাব, আর দীঘি-সই ক'র্‌ব।

তোমার মুড়ীর ঝাড়কে গেড়ে তার পর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি,—ওঁরা ডাঙ্গায় থাক্‌তে রাজার বড় ভাল বুঝি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি ও পারিষদ্‌গণ।

নীল। হা প্রবীর, হা রথীন্দ্র, হা বংশধর, আমায় অসহায় ফেলে কোথায় গেলে? শত্রু নগরদ্বারে, এখনও কেন বীর-সাজে সেজে আস্‌ছ না? বাপ্‌রে, তোমার অভাগা পিতা মরে, দেখে যাও।

মন্ত্রী। হায় হায়, কি উপায় হবে, মহারাজের এই দশা, রাজ্ঞী উন্মত্তা! দেব, বল্‌তে পাবেন, রাজ্ঞীর এখন কি দশা?

অগ্নি। তিনি আপন মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছেন; স্বাহা তাঁর নিকট আছে। মহারাজ, শোকের সময় নয়, শত্রু গৃহদ্বারে, রথীন্দ্র কুমার হত, প্রজারা রোদন ক'চ্চে,—তাদের দশা কি হবে ভাবুন।

নীল। চল, আমি একবার কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন ক'রব; আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রব, এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত ক'ল্লেন? অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব যে, কুসুম-সুকুমার কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে তাঁর মনে ব্যথা লাগ্‌ল না! কি হ'লো, আমার দুলাল কোথা গেল?

মন্ত্রী। হায় হায়, এ কি শোকের সময়।

নীল। ওহো ধনঞ্জয়, পুত্রশোক কি, তা ত তুমি জান, জেনে শুনে এ ব্যথা আমায় দিলে! তুমি কি জান না যে, তোমার তূণে এমন অস্ত্র নাই,

যায় পুত্র-শোকের তুল্য ব্যথা লাগে? কি দারুণ শেলাঘাত! জীবন থাকতে কি ভুল্‌তে পারব? হা প্রবীর, হা প্রবীর—

অগ্নি। মহারাজ, স্থির হোন, শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট সন্ধির নিমিত্ত দূত পাঠিয়েছেন, তাঁর একান্ত অনুরোধ, পাণ্ডবের সহিত আপনি সদ্ভাব করেন। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, আর যুদ্ধে প্রাণিক্ষয় প্রয়োজন নাই।

নীল। কি হ'য়েছে? কই আমার ত মৃত্যু হয় নি। আমি ত এখন' জীবিত আছি! প্রবীর ম'রেছে, আমি মরি নি; কোথায় যাব, কোথায় এ প্রাণের জ্বালা জুড়াব? শুনেছি, মধুসূদন নামে বিপদ থাকে না, তবে কেন তাঁর আগমনে আমি এই বিপদ-সাগরে প'ড়লেম? ওহো, এ দারুণ জ্বালা আমি কি ক'রে ভুল্‌ব?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ-আদেশের নিমিত্ত দূত অপেক্ষা ক'চ্ছে।

নীল। চল, যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিষ্মতী পুরী আজ ধ্বংস হোক। আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিবেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস ক'চ্ছ? আমার প্রবীর নাই, কুমার আমার নাই, দাও ধনু-অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধে যাই।

অগ্নি। মহারাজ, জেনে শুনে প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দেবেন না; প্রজা-রক্ষা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সমরানলে তাদের ডালি দেবেন না। পাণ্ডব অজেয়, আপনাকে বার বার ব'লেছি।

নীল। যাব, আমি একা পাণ্ডব-শিবিরে যাব। প্রজারা কুশলে থাকুক। যেখানে আমার প্রবীর, সেইখানে যাব, রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব। আহা, কুমার কোথায় গেল? মন্ত্রি, আমার পুত্রহন্তা কোথায় দেখ্‌ব।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মন্ত্রিবর, স্বয়ং অর্জ্জুন রাজপুরে উপস্থিত, রাজদর্শন ইচ্ছা কচ্ছেন।

নীল। অর্জ্জুন!—সমাদরে নিয়ে এস। [দূতের প্রস্থান।

প্রবীরকে বধ ক'রেছেন, আমায় বধ করুন। একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কেমন ক'রে পাষাণ প্রাণে বাছার গায়ে অস্ত্রাঘাত কল্লেন!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মহারাজ, অতিথি এ পুরে।
তুমি ধার্ম্মিক সুধীর,
অতিথির অসম্মান ক'ব না ধীমান্!
মাগি হে যজ্ঞের হয়,
ভিক্ষা মোরে দেহ মহাশয়,—
নহে অতিথি ফিরিয়ে যাবে।
হ'লো যুদ্ধ সমানে সমান,
রহিল সম্মান,
সখ্যভাবে আলিঙ্গন কর মহারাজ,
পাণ্ডব সখ্যতা যাচে হ'ও না বিরূপ।
অকারণ হইয়াছে বহু প্রাণনাশ,
মহেষ্বাস, ক্ষান্ত দেহ রণে।

নীল। হে রথীন্দ্র, কাঁদে প্রাণ,
তাই কথা জিজ্ঞাসি তোমায়!
শুনি করাল কঠিন করে তব
পরাভব নিবাতকবচ,
কেমনে হে পাষাণ পরাণে,
সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম,
ব্যথা কি হ'লো না ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। লজ্জা নাহি দেহ রাজা,
না কহ অধিক।

আত্মগ্লানি জ্বলে হৃদি-মাঝে,
তাই গাণ্ডীব রাখিয়ে,
ভিক্ষুকের সাজে এসেছি তোমার পাশে।
কর মার্জ্জনা রাজন্,
অনুতাপ কর নিবারণ,
শোক ত্যজ মহীপাল।
দিক্‌পাল সম তব আছিল নন্দন,
পাণ্ডব বিমুখ যার বাণে;
এতদিনে ঘুচেছে বিজয় নাম।
আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন নরনাথ,
যম সম শত্রু হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিব,
সে গর্ব্ব হ'য়েছে খর্ব্ব কুমারের বাণে।
রণে-হত পুত্র হেতু শোক নাহি সাজে।
উজ্জ্বল তোমার বংশ পুত্রের গৌরবে,
শত মুখে শত্রু যার প্রশংসা গাহিছে।
দেবদৈত্যনাগ সনে হ'য়েছে বিরোধ,
কিন্তু,
হেন যোধ সনে কভু দ্বন্দ্ব না হইল।
ক্ষত্রিয়প্রধান তুমি ধার্ম্মিকপ্রবর,
স্বর্গগত পুত্র হেতু কেন কর শোক?
ত্যজ তাপ,
হে সখা, সখার প্রতি হও হে সদয়।

নীল। বীরত্ব সমান রথী মাহাত্ম্য তোমার,
সখা-ভাবে সম্ভাষণ পতিত শত্রুরে!
সখা যদি আমি তব হে বীর-কেশরী,

দেখাও পাণ্ডব-সখা সারথি তোমার,
করহ বন্ধুর কার্য্য দীনবন্ধু আনি।
মহিমা-অর্ণব, তব মহিমা কি কব
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সম্ভব কেবল।
বীর্য্য কিবা ক্ষমা তব অধিক প্রবল,
মূঢ় আমি—কি করিব তুল।
হে বিজয়, অভয় দানিলে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন ভিতবে!
চরিতার্থ কর সখা কৃষ্ণে দেখাইয়ে।

অর্জ্জুন। হে রাজেন্দ্র, তব ভাগ্য কি কব অধিক,
ব্যাকুল মাধব তব আতিথ্য-গ্রহণে।
তোমা প্রতি রমাপতি-কৃপা অতিশয়,
আসিব কেশবে ল'য়ে শুন মহাশয়;
পরম-অতিথি-সেবা কর আয়োজন,
শোক তাপ যাবে,—যাবে এ ভববন্ধন।

[প্রস্থান।

নীল। যাও মন্ত্রিবর,—
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর,
রাজ্যময় পড়ুক ঘোষণা,—
আনন্দের দিন আজি।
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে,
ঘরে ঘরে হয় যেন হরিগুণগান।
ভগবান্ আসিবেন পুরে,
কদলীর তরুমালা করহ রোপণ।
রবি অস্তে মেঘশ্রেণী সম—

উড়াও বিবিধ বর্ণে পতাকা সুন্দর,
পুষ্পহারে বেড় রাজধানী।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দেব বৈশ্বানর,
তব বরে পীতাম্বরে পাব দরশন।
তোমার রক্ষার ভার মাহিষ্মতী পুরী।
আমি হীনমতি করি হে মিনতি,
আসিবেন পরম অতিথি পুরে,
সেবার না হয় ত্রুটি।

অগ্নি। বড় ভাগ্য ভূপাল তোমার।
ঈশ্বরপূজায় কোন বিঘ্ন নাহি হবে।

(বিদূষকের প্রবেশ)

নীল। সখা, সফল জীবন মম,
পাব আজ কৃষ্ণ-দরশন।

বিদূ। যা হোক্ খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ দেবতা! বাস্তুবৃক্ষটী পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না! এখন যান্, আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। জামাই-আদরে দিনকতক খান, শেষটা একদিন ভোরে উঠে কল্পতরু হ'য়ে বর দেবেন। মুরলীধর এ পুরে না পদার্পণ ক'রে যদি দেবলোকে গিয়ে মুক্তিদান করেন, তা হ'লে লোকের বার আনা আপদ-বিপদ কেটে যায়। বিপদভঞ্জন কি তা ক'র্‌বেন, তা হ'লে যে লোকের বংশ থাক্‌বে,—ননীচোর ননী খাবেন কোথা? তা রাজা, অমনি অমনি বিদায় হ'চ্ছিলেম; ভাব্‌লেম, অনেক দিনের আলাপ, একবার ব'লে যাই।

নীল। সে কি, কোথায় যাবে?

বিদূ। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে সৌখীন জামাতা কল্পতরু

হন নাই, যে রাজ্যে মহারাজ মধুর হরিনাম ব'লতে শেখেন নাই, আর ব্রজের গোপালও উঁকি ঝুঁকি মারে নাই।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তোমাব নিন্দা নয়, স্তুতি; তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হবি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ।

বিদূ। ও-টুকু বুঝেছি বটে, কিন্তু ভক্ত হ'ন আপনার শ্বশুর মশা'য়, আপনার তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলে ভক্ত হ'য়ে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করুন। যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন, আমার অত সখ নেই। বিপদভঞ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দেন।

নীল। ছি সখা, তুমি এমন কথা বল?

বিদূ। আবে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ! বিপদভঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘুর্‌লেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত! মাহিষ্মতী পুবী প্রবেশ ক'ল্লেন—যুবরাজের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আর মহারাজকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুঁয়ে শুদ্ধ হ'লো! তফাতে তফাতে থেকেই এই, এবার রাজগৃহে পদার্পণ! বৈকুণ্ঠে লক্ষ লক্ষ ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছে আর কি, ঝাঁকে ঝাঁকে রথ নেবে এলো ব'লে।

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে?

বিদূ। তাতে কাণ খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুসূদন নগরদ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মর্‌ত; কম ত কম দু' পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুণ্ঠ লাভ ক'র্‌ত। আর চার্‌দিকে উঠ্‌তো "বল হরি—হরি বোল"—যেন দু'লাখ মড়া বেরিয়েছে। দেব্‌তা, বড় মিছে বল নি, যেন রথের গুম্‌-গুম্‌নি আওয়াজ আস্‌ছে! আমি ত সটকাই। রাজা, আমার বাঁচবার আশা রইল, হরি-দর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

নীল। এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস, হরিনামে মুক্তি—হৃদয়ে ধ্রুব ধারণা।

অগ্নি। এ দ্বিজরাজেব চরণ-ধূলি আমি প্রার্থী।

(জনার প্রবেশ)

জনা। আনন্দ-উৎসব
দেখিলাম নগরে রাজন্!
মহোৎসব মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু ?
বৈবী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার ?
কিম্বা রাজা সাজিছে বাহিনী
পুত্র-নাশ প্রতিবিধিৎসিতে ?
পুত্রঘাতী অরাতী অর্জ্জুনে
বাঁধিয়া কি আনিতেছে সেনাপতি তব ?
পরাজিত পাণ্ডব কি
ফিরিল হস্তিনা মুখে ?
কহ, কেন নানা বর্ণ উড়িছে পতাকা,
নগর কুসুম-মালী ?
নব রাজ্য ক'রেছ কি অধিকার ?
কিম্বা উন্মত্তের প্রায়
শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস !
ধন্য ধন্য মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু !
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাস !
ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা,
ধন্য ধন্য জীবন-প্রয়াস !

অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ ?
চল রণে ক্ষত্রিয়-বিক্রমে,
বীর-দম্ভে ধর ধনু,
আনি রথ স্বহস্তে সাজায়ে,
ঘোর রবে বাজায়ে দুন্দুভি,
আজ্ঞা দেহ সাজাতে বাহিনী।
চল চল বিলম্ব কি হেতু ?
শত্রু যদি প্রবল রাজন্,
জয় আশা না থাকে বিগ্রহে,
মাহিষ্মতী পুরী নাশ হোক শত্রু-শরে,
বীরত্ব দেখুক দেব-নরে।
মিলি বামাদলে,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি
শোকানল করিব নির্ব্বাণ ;
শূন্য পুরী অধিকার করুক অরাতি।
উঠ উঠ নরপতি,
পুত্রঘাতী র'য়েছে জীবিত।
সাজ সাজ, বীরবীর্য্য করহ প্রকাশ।

নীল — স্থির হও রাজ্ঞি, শুন বচন আমার,
প্রাণদানে পুত্র না ফিরিবে।
আসিয়া অর্জ্জুন,
সখা-ভাবে সমাদর করিলেন মোরে ;
আসিছেন পতিতপাবন,
তাপিত প্রাণের জ্বালা জানাব চরণে।

জনা — ভাল সখা মিলেছে তোমার !

জাননা কি, হীনজ্ঞানে ফাল্গুনী আসিয়ে
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার!
যাও তবে হস্তিনানগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায়;
তথা বহুকার্য্য আছে তব,—
ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি,
নহে দ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে,
সখ্যতার দিবে পরিচয়;
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদপ্রান্তে ব'স গিয়ে তার!
হ'তো ভাল, পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী-সেবায়।

নীল। রাণি, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায়!
নরদেহ পবিত্র হইবে।

জনা। ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!
কৃষ্ণভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন?
জানিত সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত নিশ্চয় পরাজয়,
তবু বীর পণে ধরি ধনুর্ব্বাণ
হরি-বক্ষে করিল সন্ধান,
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল,
রথচক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র রণে।
বীরবর সূর্য্যের নন্দন,
হরিপূজা ক'রেছিল পুত্রে দিয়া বলি,

হরিভক্ত কেবা তার সম ?
কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে,—
রাখিল ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি ভারত-সংগ্রামে !
জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়,
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে ;
কিন্তু অরাতি তপন,
মাতৃবাক্য করিল হেলন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিল,
প্রাণপণে কৌরবে রাখিল।
হরিভক্তি নহে বাজা হীনতা স্বীকাব।
বাঁধ বুক, ধব ধনু, প্রবেশ সমরে।

নীল। জয় আশা নাহিক সমরে,
অকারণ প্রজা নাশ।

জনা। একা রণে চল নরনাথ,
বজ্রসম শবে বিন্ধ নন্দনঘাতীরে।
চল চল, না লও দোসর,
আমি চালাইব হয়।
অরি যদি দুর্ম্মদ এমন,
চল যাই দুই জনে পড়ি রণস্থলে,
রহিবে সম্মান,
পুত্রশোকে পাবে পরিত্রাণ,
কীর্ত্তিগান বিপক্ষ করিবে।

নীল। নারী হ'য়ে একি তব আচার মহিষি !
করিলেন নারায়ণ সন্ধি-সংস্থাপন।

জনা। শুনেছি সকলি,
অধিক বর্ণনা নাহি আর প্রয়োজন।
সন্ধি কর, থাক সুখে পূজে জনার্দ্দনে,
পুত্র, পুত্রবধূ তব ঘুমায় শ্মশানে,
পাণ্ডবের সেবা কর নিশ্চিন্ত হইয়ে।

নীল। শান্ত হও রাণি!

জনা। শান্ত!
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি!
পুত্রশোকাতুরা
উন্মাদিনী করালিনী আমি।
শান্ত?—শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ তারা,
নিভে দিনকর,—
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি,
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,
অষ্ট বজ্র চলে,
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা!
যথা পুত্রঘাতী অরাতির পূজা,
হেন পাপস্থানে কদাচ না রব।
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইব অরির শোণিতে!
দেখিবে জগতে
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন!
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব,

ফণিনীর গরল হরিব,
শোক-বলে বজ্র অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে !
আবে-রে অর্জ্জুন,
আরে পুত্রঘাতী কপট ফাল্গুনী,
আরে বীর-গর্ব্বে গর্ব্বী ধনঞ্জয়,
দেখি কে বাখে তোমায়—
কৃষ্ণ-সখা কেমনে নিস্তারে !
দুস্তর এ প্রতিহিংসানল—
দেখি তোরে কে তাবে পামর !
যাই, রাজা, কাল ব'য়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে,
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে ।

[প্রস্থান ।

অগ্নি । উন্মাদিনী বিভীষণা পুত্রশোকে !
নীল । বৈশ্বানর, ফিরাও রাজ্ঞীরে ।
অগ্নি । কার সাধ্য ফিরায় বামারে !
ধায় নাবী পুত্রশোকে,
ঘোর শোকানল না হবে শীতল
প্রাণবায়ু থাকিতে শরীরে ।
হরি হরি ধ্বনি শুনি পুরে,
বুঝি,
পবিত্র এ পুরী মুরারির আগমনে !
চল, নৃপ, কৃষ্ণদরশনে ।
নীল । হরি হরি দীনবন্ধু তাপিত-আশ্রয় । [সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ

বালকগণ।

বালকগণ।— (গীত)

কীর্ত্তন—লোফা।

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে, ধর ধর বলে, হামা টেনে ভত গোপাল চলে॥
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধূলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায়ে অাঁচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়॥
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধ'রে গোপাল দাঁড়ায়।
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, চ'লে চ'লে কোলে ঝাঁপায়॥
ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু।
বনের মালায়, রাখাল সাজায়, মজায় গোপী বাজায় বেণু॥
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে কিশোর চোরে, বাঁধ্‌বি যদি আয় গো তোরা॥

(একদিকে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি এবং অপরদিকে নীলধ্বজ ইত্যাদির প্রবেশ)

নীল। তাপহারী ভবের কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী,
রাঙ্গা পায় রাখ হে তাপিতে।
দীনগতি পাণ্ডব-সারথি,
বিশ্বপতি নিত্য-নিরঞ্জন,
হের অভাজনে করুণা-নয়নে।

গোপিনীরঞ্জন, মুরলীবদন,
বনমালী, হৃদয়ের কালী কর দূর,—
দীননাথ, দীনে কর ত্রাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। মতিমান্! কি হেতু মিনতি?
অর্জ্জুনের সখা তুমি সখা হে আমার,
দেহ সখা আলিঙ্গন।

নীল। বংশীধর, কৃতার্থ কিঙ্কর!

শ্রীকৃষ্ণ। চল রাজা, চল তব গৃহে,
হইয়াছে ক্ষুধার সময়।
কি কহ হে বৃকোদর?
জ্বলিছে জঠরানল,
চল যাই রাজপুরে হইব শীতল।
জানি তব ক্ষুধা নাহি সহে।

ভীম। দামোদর, ধরি ব্রহ্মাণ্ড উদরে
তবু ক্ষুধানল জ্বলে তব;
গোপিনীর ননী কর চুরি,
কহ, বৃকোদর ক্ষুধায় কাতর!
রাজা, দামোদরে তুষ্ট কর আগে,
নহে—
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে মিষ্টান্ন করিবে চুরি।

নীল। মধ্যম পাণ্ডব,
বহুভাগ্যে পাইয়াছি তব দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ। চল রাজা, মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম,
দিবে চল মিষ্টান্নের কাঁড়ি।

বালকগণ ।— (গীত)

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা ।

ঘরে কি নাইক নবনী—
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি ?
ওরে, ক্ষিদে যদি পায, মা ব'লে ডেকরে আমায,
সইবে কেন পরে, কত কথা ব'লে যায় ;
ওরে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেওনা যাদুমণি !
খেতে ব'সে ছড়িযে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইরে যাদু খাও,
মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও ?
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী ?

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

(জনার প্রবেশ)

জনা। দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্ব্বতশিখরে চল।
চল পাপ-রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল, পুত্রশোকাতুরা—
চল বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল।
চল যথা আগ্নেয় ভূধর,
নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে
উগারে অনলরাশি।
চল যথা বাসুকির শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্‌দিগন্তর।
চল যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয়-অনল
লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।
দূরে—দূরে—
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা!

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। মা, কোথায় যাও—কোথায় যাও! আমায় কি দোষে মাতৃহীনা কর ?

জনা। কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে ?
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে,—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।
দূরে—দূরে—
দিক-অন্তে নিশার আলয় যথা,
যথা একাকার প্রলয়-হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি রহি,
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর,
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর বোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান—
যথা জড়জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত—
ঘোর ধূমমাঝে,
চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র অগ্নিধারা ঝরে!
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটঙ্কার—
করি স্থান পান শূল করে মহারুদ্র ধায়,
যথা,
আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে
প্রলয়বিষাণ নাদে!
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্রশোকাতুরা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থতল

(দুইজন পাইকের প্রবেশ)

১ম পাইক। আজ যে আর ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটতে পারি, কিছুতেই না ; চূড়োতোলা মোগ্গা ক'রেছিল—যেন ভীমের গদা।

২য় পাইক। আমি ত ভাই, একটু ঘুমুই !

১ম পাইক। ঘুমুবি কি, শাঁকের আওয়াজে কাণ ফাটবে, এই আওয়াজ উঠলো ব'লে, এখনি ঘোড়া ছাড়বে ; পাইকের বাঁচন কোন কালেই নেই। যুদ্ধ হ'ল ত আগে খাড়া হ, সন্ধি হ'ল ত চিঠি নিয়ে চল, আর তা নইলে মরবাঁচ—ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছোট।

২য় পাইক। যা বল্লে ! ভাগ্যি রাজপুত্র ম'লো, তাই দু'দিন জিরিয়ে নিলেম দাদা, শুন্ছি না কি নীলধ্বজ রাজা ঘোড়ার সঙ্গে যাবে ?

১ম পাইক। সখ হ'য়েছে চলুক, ঘোড়ার পিছনে যাওয়া কেমন মজা, একবার দেখে নিক্। হ্যাঁরে, তুই কি বেকুব, এখানে এলি শুতে, এ ডাইনিখেগো গাছতলাটায় ! মাগীর কি নিশ্বাসের ঝাঁজ, এত বড় অশ্বত্থ গাছটা একেবারে পুড়িয়ে দিলে !

২য় পাইক। সে নাকি রাণী ?

১ম পাইক। রাণী হ'লে কি হয়, তারে ডাইনে পেয়েছে ; না ভাই, গা ছম্ ছম্ ক'র্ছে, আমি চল্লেম।

২য় পাইক। আর আমি কি না রইলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিদূ। বাম্‌নি—বাম্‌নি, এইখানটায় আয়, ডাইনীর ভয়ে এখানটায় মধুর নাম কিছু কম হয়।

ব্রাহ্মণী। ও মা, এ ডাইনিখেগো গাছ-তলাটায় ব'স্‌ব কি গো ?

বিদূ। আরে ডাইনিখেগো নয় রে মাগী, ডাইনিখেগো নয়, এইখানে পাণ্ডবের শিবির ছিল; বোধ হয়, শ্রীমধুসূদন মাঝে মাঝে এর তলায় এসে ব'স্‌তেন। তুই দেখ্‌ছিস্ কি—বাস্তবৃক্ষও থাকবে না।

ব্রাহ্মণী। দেখ দেখি মিন্‌সে এইখানে নিয়ে এলো, ঘর-দোর কিছু গোছান হ'ল না।

বিদূ। সেও উঁকি মেরে দেখ্—এতক্ষণ ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে।

ব্রাহ্মণী। ও মা, মিন্সে বলে কিগো।

বিদূ। আর বলে কি, কি! রণরঘু রাজপুরে উঠেছেন।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তুমি দিনরাত্ কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বলত ?

বিদূ। বুঝতে পারি নে, তোর মত সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই ব'লে। আরে মাগী, এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল, দেখ্‌লিনি ? নামের গুণে ঐটুকু, এবার স্বয়ং উদয় !

ব্রাহ্মণী। চোখে কাপড় বাঁধ কেন ?

বিদূ। খুসী, তোর কি ? ওরে বাপ্‌রে—ঐ ঐরাবত-ধ্বনি উঠেছে। (কর্ণ চাপিয়া) একি কাণে আঙ্গুলে শানে !

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, চোখে কাপড় বেঁধে ব'স্‌লে কেন ?

বিদূ। তোমার বঙ্কিম-নয়নের জ্বালায়।

ব্রাহ্মণী। আমার আবার বঙ্কিম নয়ন কি ?

বিদূ। তোমার নয়—তোমার নয়, তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর দেখিনি। ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিমনয়ন, মুরলীবয়ান।

ব্রাহ্মণী। ওঃ, হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মিন্‌সেব বাহাত্তুরে ধ'রেছে।

বিদূ। আবে থাম্ থাম্, ও নাম করিস্ নে,—ও নাম কবিস্ নে! ওবে জানিস্ নে জানিস্ নে,—ডাক্‌লেই এসে উঁকি মারে, তোরে কৃপা কল্লেই বা আমায় বেঁধে দেয কে, আমায় কৃপা কল্লেই বা তুই দাঁড়াস্ কোথা?

ব্রাহ্মণী। হতচ্ছাড়া মিন্‌সের আক্কেল শোন, যেন হরিকৃপা অমনি ছড়াছড়ি যাচ্চে!

বিদূ। তুই কি বুঝবি বল্! মুবাবি অবতাব হ'য়ে এসেছেন, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন, আর নগব ভেঙ্গে মরুভূমি ক'চ্ছেন। ওরে কেউ এড়াবে না বে কেউ এড়াবে না, তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুজ না ক'বে ছাড়্‌ছেন না, তা বুঝেছি; তবে র'য়ে ব'সে একটু হাত গজায়, তাবই চেষ্টা ক'বছি।

ব্রাহ্মণী। চতুর্ভুজ হবেন, উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগীঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে, ধ্যান ক'রে কিছু ক'র্‌তে পারে না, আর উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন!

বিদূ। আরে রেখে দে তোর জপ, ও নামের ঠেলা জানিস্ নে।

ব্রাহ্মণী। তা তোমাব কি, তুমি ত ভুলেও নাম কব না।

বিদূ। আরে ঝকমারি ক'রে ফেলেছি বই কি! তোর মনে নেই, সেই যে দিন ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে মোণ্ডা তুলে রাখ্‌লি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম, "দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বাম্‌নীর হাতের খাড়ু খোলো।" সেই অবধি আমার গা ছমছমানি একদিনের তরে যায় নি।

ব্রাহ্মণী। উনি একদিন হবি ডেকেছেন, ডেকে বৈকুণ্ঠে চল্লেন! চল্ মিন্‌সে, ঘরে চল, ন্যাকাম কবিস্ নে।

বিদূ। তবে দেখ্‌বি? যা তফাতে গিয়ে একবার ডাক্‌গে যা,—যা থাকে কুলকপালে, না হয় রেঁধে খাব।

ব্রাহ্মণী। ও গো, দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠ্‌ছে!

বিদূ। তোব কথা আমি শুনে চোখ্ খুলি! পাণ্ডবশিবিব না হয় উঠেছে, আর ঐ যে মধুর রব এখান অবধি আস্‌ছে, গাছ ত গাছ, গাছেব বাবাকে গজাতে হবে না?

ব্রাহ্মণী। ও গো, চোখের কাপড়ই খোলনা ছাই, সত্যি সত্যি নূতন পাতা গজাচ্ছে! এ গাছে উপদেবতা আছে, পালিয়ে এস্!

বিদূ। সত্যি না কি?

ব্রাহ্মণী। আরে চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই।

বিদূ। আচ্ছা দেখ্‌ছি, তুই এদিকে ওদিকে উঁকি মার, কেউ কোথাও নেই ত?

ব্রাহ্মণী। কে আবার তোমার এ ভূতুড়ে গাছতলায় আস্‌বে?

বিদূ। কে আর বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

ব্রাহ্মণী। বুঝতে পেরেছি, যে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে।

বিদূ। এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছের পাতা অমন গজায়; তুই এখানে চেপে ব'স না। শুনছিস্ নে চার্‌দিকে বেজায় গোলমাল।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

ও বাম্‌নী, দেখ্ দেখ্, কাব যেন পা'র শব্দ পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদূ। ভয় দেখা—ভয় দেখা, স'রে পড়ুক। নিদেন দু'বার গাছতলায় ব'সে হাই তুলে নাম ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি কে ম'শায়?

বিদূ। আপনি কে, আগে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বিদূ। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আপনার বাস কি এই নগরে ?

বিদূ। পূর্ব্বে ছিল, এখন অশ্বত্থতলায় এসে বাসা ক'রেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায় যদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন।

বিদূ। শুন্‌ছি তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আক্কেল হ'ল না! শুন্‌ছ না, কার নাম ক'বে ঐ বেজায় গর্জ্জন উঠ্‌ছে! ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যদি ভালাই চাও, নদী থেকে দু আঁজলা জল খেয়ে পগার পাব হও। নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবেব বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কাব অসাধ বল! তুমি কি বৈকুণ্ঠে যেতে চাওনা ?

বিদূ। একদম না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ?

বিদূ। তোমাব মত অত সৌখীন নই। তা সখ থাকে, নগরে গিয়ে সেধোঁন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছেন কেন ?

বিদূ। চোখের ব্যামো হ'য়েছে। আর কি কি জিজ্ঞাসা ক'রবে, খপ্ খপ্ ক'রে জিজ্ঞাসা কব, জবাব দিই, শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে স'রে পড়।

ব্রাহ্মণী। ও গো ঠাকুর, ও মিন্‌সের কথা শোন কেন, পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধে আছে। ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে! ওকে আমি কোন মতে ঘরে নিয়ে যেতে পার্চ্ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি ঠাকুর, তুমি কৃষ্ণদর্শনের ভয়ে পালিয়ে এসেছ ? তুমি এমন কি পুণ্য ক'রেছ যে কৃষ্ণ দর্শন পাবে ?

বিদূ। ঝক্‌মারি ক'রেছি গো ঝক্‌মারি ক'রেছি, নইলে এ ভূতুড়ে গাছতলায় এসে ব'সেছি।

ব্রাহ্মণী। উনি কবে একদিন হরিনাম ক'রেছিলেন, তাই হরি এসে ওঁকে চতুর্ভুজ ক'র্‌বেন, 'ন্যাকা মিন্‌সে!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ঠাকুর, একবার হরিনাম ক'র্‌লে কি চতুর্ভুজ হয়?

বিদূ। তবে খোল্ খাড়ু, যা থাকে কপালে, দিক হরি দেখা!

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা হ'লে তুমি কি কর?

বিদূ। গুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি!

শ্রীকৃষ্ণ। আর হরি যদি এসে থাকে?

বিদূ। কই—কোন্ দিকে! বাম্‌নী, চোখে কাপড় দে—চোখে কাপড় দে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাক্‌তে পারি নে।

বিদূ। তবে এসেছ?

ব্রাহ্মণী। না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদূ। হাঁ, আমি বুঝে নিয়েছি; বাম্‌নী বুঝিস্ নে, ও কখন্ বুড়ো, কখন্ ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন?

বিদূ। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ বল্‌ছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম ধ'রে এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্‌ছি নি যদি দেখা দেবে,—বাঁশী ধ'রে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্‌নে দাঁড়াও, আমি চোখের কাপড় খুল্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেকদিন, সে রূপ কি ক'রে ধ'র্‌ব?

বিদূ। চেপে যাও না, যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটী ক'রো!

পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাব্‌ছ বুঝি বোকা বামুন খবর রাখে না? খবর না রাখ্‌লে তোমায় অত ভয় ক'র্‌তেম না।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি; দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থ-দেহ পল্লবিত হ'য়েছে! তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য!

বিদূ। ধন্য ধন্যই তো ক'চ্ছ, যা বল্লুম, তা কব না, তা নইলে আমি চোখ খুল্‌ছি নে কালাচাঁদ! ঐ যে বুড়ো থুথ্‌ড়ে বৃষকেতুখেগো রূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে—চ'লে যাও। আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চাবা কি, কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

(কুঞ্জকাননে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিদূ। ওরে বাম্‌নী, দেখ্ দেখ্ দেখ্! এখন গোলোকেই যাই আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন!

গোপিনীগণ।— (গীত)

দেশঝিল্লা—দাদ্‌রা

সই লো ওই গোপীর মন্‌চোরা।
বামে রাই কাঁচাসোণা প্রেমে বিভোরা॥
ছোটে বাণ কুটিল নয়নে,
জরজর দেখ্‌ লো দু'জনে,
মন-হরা ওই ঈষৎ হাসি চন্দ্র বদনে;—
ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক-প্রাণভরা॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

অগ্নি ও নীলধ্বজ।

অগ্নি। বহুদিন তবাশ্রয়ে ছিলাম রাজন্,
পুত্র সম করিয়াছ স্নেহ,
মনের আনন্দে নৃপ বঞ্চিলাম পুরে।
এবে পূর্ণ নির্ণীত সময়,
যেতে হবে নিজ ধামে,—
তাই চাই বিদায় রাজন্!
পূর্ণ মনস্কাম তব নরনাথ,
রমানাথ রেখেছেন পায়,
সফল কৃপায় তাঁর দাসের বচন।
এবে যদি থাকে কোন অন্য প্রয়োজন
আজ্ঞা কর, নৃপবর, করিব সাধন।

নীল। কৃপায় তোমার বৈশ্বানর,
তব বরে পেয়েছি পরম নিধি ঘবে।
ধন্য মাহিষ্মতী পুরী,
ধন্য মম পিতৃদেবগণ,
ধন্য প্রজা,
ধন্য—
পাখী শাখী জীবজন্তু পতঙ্গনিচয়,
পরম পুরুষে হেরি পুরেছে বাসনা।
নাহি আর অপর কামনা;

এক খেদ আছে মম হৃদে,
রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হ'ল পুরী!
সন্দেহভঞ্জন মোর কর কৃপা করি।

অগ্নি। অপার কৃপার খেলা বুঝ নরপতি,—
যার যেই পথে রতি,
সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদাশ্রয়।
দেখ প্রবীর কুমার—
যাইতে গৌরব-পথে করিল বাসনা,
পূর্ণ মনস্কাম,
বীর নাম ব্যাপিল ভুবনে।
বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের শক্তি না হইল,
ন্যায়-যুদ্ধে বধিতে কুমারে।
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে
অসি করে পড়িল সম্মুখ-রণে।
মৃত্যুকালে উদয় শ্রীহরি,
সেইক্ষণে শিবত্ব লভিল।
শরীর-ধারণে
মৃত্যু আছে নাহিক সংশয়;
কিন্তু কীর্ত্তি হেন বিরল ধরায়।
সতীত্ব সমান নিধি নাহি রমণীর,
পুত্রবধূ তব পতিগতপ্রাণা
পতির হৃদয়ে শুয়ে পরাণ ত্যজিল;
স্বামী সনে
সাদরে চলিয়া গেল কৈলাস-ভবনে।

ছলে কৃষ্ণ ভুলাইলা তায়
অস্ত্রধনু করি দান,—
সে হেতু ব্রজেন্দ্র বাঁধা তার।
অবারিত গোলোকের দ্বার,
ইচ্ছামত রাসলীলা হেরিবে গোলোকে—
শঙ্কব বিভোর যেই রসে।

নীল। কহ অগ্নি, অভাগিনী জনা
গোবিন্দ পদারবিন্দ কেন না পাইল ?
শোকাকুলা, ত্যজি গেল গৃহবাস,
হতাশ বহিছে শ্বাস আঁধার ধরণী !
পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনী
স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বনপথে ;
রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী !

অগ্নি। জনা গুণবতী,
গঙ্গা-উপাসনা বিনা অন্য না জানিত,
গঙ্গায় ঢালিতে কায় ছিল সাধ মনে,
ধাইতেছে উন্মাদিনী গঙ্গাদরশনে ;
গঙ্গার কিঙ্কর
নিবন্তর ভ্রমে তার সনে,
সাবধানে বিঘ্ন করে দূর।
ধবা শূন্য পুত্রশোকে,
সকাতবে গঙ্গা ব'লে ডাকে,
সদয়া অভয়া
ব্যাকুলা তাপিতে নিতে কোলে।
তরঙ্গিনী বাঁশরীবয়ান

ভক্তে মোক্ষ প্রদানিতে।
যার যেই ভাব লাভ তার সেইমত ;
বিশ্বরূপ সেইরূপে সদয় তাহায়।
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি যাচিলে রাজন্,
বাঞ্ছা তব রাজীবচরণ,
বুঝ, ভূপ, বিচারিয়া মনে,
অচলা কি কৃষ্ণে মতি কভু রহে তার,
দারা পুত্র যার নিয়ত সম্মুখে ফেরে ?
এবে শোকে, তাপে, আনন্দে, উৎসবে,
শ্রীপতির শ্রীপাদকমলে
নিয়ত ধাইবে মতি।
দেহ বিদায় রাজন্ !

নীল। বুঝেও না বুঝে মন, শুন বৈশ্বানর,
পুত্রশোক নাহি হয় নিবারণ।
কঠিন বেদনা কভু কি ভুলিবে মন !
আছে স্বাহা আঁধার ঘরের দীপ সম ;
তারে ল'য়ে যাবে, পুরী হবে অন্ধকার।

অগ্নি। আর কেন বাড়াও মমতা ?
পেয়েছ পরম নিধি
আদরে হৃদয়ে তারে ধর,
অন্যে কেন মনে দেহ স্থান ?
করি আশীর্ব্বাদ,
জ্ঞানদৃষ্টি-দানে নারায়ণ
তাপ তব করুন মোচন ;
বিশ্বময় গোপিনীমোহন হের।

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। পাদপদ্ম স্পর্শে, পিতা, দুহিতা তোমার।
পতি চান ল'য়ে যেতে নিজ নিকেতনে,
সঁপিয়াছ যাঁর করে যাব তাঁর সনে—
তাই চাই চরণে বিদায়।
কন্যা জ্ঞানহীনা করিয়াছি কত দোষ,
মার্জ্জনা ক'রেছ নিজগুণে।
বুদ্ধি-দোষে রোষভাষ কহিয়াছি নানা,
সেবার হ'য়েছে ত্রুটি,
কৃপায় সকলি ক্ষমিয়াছ তনয়ায়·
কর আশীর্ব্বাদ, তাত,
হই যেন পতি-সোহাগিনী,
পতির সেবায় অলস না হই কভু;
ভুল না গো কন্যা তব জননীবিহীনা।

নীল। পতিগৃহে যাও, গুণবতি,
ছেদি হৃদয়বন্ধন
বিদায় দিতেছি তোরে;
বাছা, কে আছে আমার আর তোমা বিনা?
তোমা বিনা সংসার আঁধার হবে মম!
সুখে থাক, মনে রেখ অভাগা জনকে,
পতির সেবায় রত রহ মা নিয়ত।
শুন বৈশ্বানর,
সঁপি কন্যারে তোমার করে,—
থাকিলে মহিষী পুরে,
ভাসি আঁখিনীরে,

করে করে অর্পিত নন্দিনী ;
কেঁদে কত কহিত তোমায়
আদরে রাখিতে সুতা।
কথা না জুয়ায় মম,
দেখ রেখ পায় দাসীরে তোমার।

স্বাহা। পিতা,
কত দিনে আর
পাদপদ্ম হেরিব তোমার ?
কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে পুরী।
কত কথা উঠে মনে আজি,—
পড়ে মনে বালিকা-বয়সে খেলা,
পড়ে মনে জননীর কোল,
পড়ে মনে অঙ্গুলী ধরিয়ে তব,
ধীরে ধীরে উদ্যান-ভ্রমণ,
পড়ে মনে কুসুমচয়ন,
প্রবীরে পড়ে গো মনে ;
পড়ে মনে জননীর বিষণ্ণ বয়ান !
না জানি কেমনে ত্যজিয়ে তোমায়
পর-গৃহে রব ;
কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ।

নীল। বুঝি এই শেষ দেখা।
বজ্রাহত তরু সম জনক রে তোর,
দগ্ধ যত আশার পল্লব,
ফুরায়েছে সকলি সংসারে,
দগ্ধকায়ে আছে মাত্র প্রাণ !

যাও বৎসে, যাও,
দিছি তোরে যার করে,
আদরে সে ভুলায়ে রাখিবে।
তুমি তাব জীবন-সঙ্গিনী,
যত্ন অতি তোমা প্রতি,
যাও সতি,
পতিসনে বঞ্চহ কুশলে।

অগ্নি। বিদায় রাজন্।

স্বাহা। তনয়া মেলানি মাগে।

[স্বাহা ও অগ্নির প্রস্থান।

নীল। শান্তি দেহ সনাতন,
শান্ত কব এ অশান্ত প্রাণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

(গঙ্গারক্ষকদ্বয়েব প্রবেশ)

১ম রক্ষক। বরাতেব ফের দেখ, আর আর মায়ের চরেরা কেমন মজ ক'রে লোকের ঘাড় ভাঙ্ছে।

২য় রক্ষক। কেউ ঘাড় ভাঙ্ছে, কেউ পগারে তুলে নে আছাড় মাচ্ছে, আর এই তোম্‌রা চল্ল মাগীকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে।

১ম রক্ষক। কি সমাচার—ঘোড়া চুরি কর, তবু দুটো ঘোড়ার ঘাড় মট্‌কাতে পেলে বাঁচতুম্, তা না, সেই বামুনের সঙ্গে সমস্ত রাত ঘোরো, নন্দী ভায়া এলেন তেড়ে।

:য় রক্ষক। এবারে মাকে স্পষ্ট ক'বে ব'ল্‌ব, ঘাড় মট্‌কাতে দাও, আর না দাও, অমন একটা বেখাপ্পা মাগীকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়াতে পার্‌ব না!

ম রক্ষক। মাগী খালি পথই চল্‌বে—পথই চল্‌বে; মরবার নাম নাই গা!

ঃয় রক্ষক। আর দেখ্‌ছিস ধানকাণা মাগী—কাঁটাবন পেলেত আর এদিক্ ওদিক্ হেল্‌বে না! ওঁব বাঘ তাড়াও, ওঁর ভালুক তাড়াও, আর, এদিকে গণ্ডা গণ্ডা গঙ্গাযাত্রী চ'লেছে। হায়, অজ্ঞান হ'য়ে সব শ্বাস টান্‌ছে, আছাড় না দিতে পাই, একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পেলেম না গা!

১ম রক্ষক। তা কি ক'র্‌বে ভাই—বরাত—বরাত! আমি পথে যাই আর গাছের ডালটা মানুষের গলা মনে ক'বে এক একবার টিপে ধরি!

.য় রক্ষক। আরে দুব ছাই, তাতে কি সুখ হয়? সে গলা ঘড়ঘড়ানি নেই, সে খিঁচুনি নেই, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে শ্বাস টানা নেই।

১ম রক্ষক। কি ক'র্‌বে দাদা—মনের দুঃখ মনেই মাব।

২য় রক্ষক। এ ক'দিন শুন্‌ছি—ভাবি জ্বরবিকার হ'চ্ছে, একদিনেই গঙ্গাযাত্রা ক'র্‌ছে।

১ম রক্ষক। আর বলিস্ নে দাদা—আব বলিস নে, প্রাণ আমার ফেটে গেল।

২য় রক্ষক। আর আবেগের বেটী ত সোজা পথে চ'লবে না! দুটো একটা এড়াটে ফেড়াটে যদি পাওয়া যেত, অমনি রাস্তায় রাস্তায় সেরে যেতুম। বাঘিনীর মত মাগীর বেতবনেই আমোদ! পা ফেটে রক্ত প'ড়্‌ছে, কাঁটায় গা দিয়ে রক্ত ঝ'রছে, তবু কি সোজা পথে যাচ্ছে!

১ম রক্ষক। মাগী ম'র্‌বেও না, কাউকে আমোদ ক'র্‌তেও দেবে না।

২য় রক্ষক। লক্ষ্মীছাড়া পথে একটা শ্মশানও নেই যে, মড়ার মুখ দেখে ঠাণ্ডা হই।

১ম রক্ষক। এমন কি বরাত ক'রেছ দাদা!

২য় রক্ষক। ওই নাও, ওই মাঠে গিয়ে প'ড়্‌লো, দুটো গাছের ডাল মটকে মোচড়াবে, তাব যো বাখ্‌লে না।

১ম বক্ষক। ওবে, ঐ পিছনে লোকেব সাড়া শুন্‌ছি, কারুকে বাঘে খাবে না।

২য় রক্ষক। বাঘে খায, তোমার আমাব কি বল! ঐ দেখ, মাগী হন্ হন্ ক'বে চ'লেছে। ওবে, ওদিকে নজর রাখ্, পেছনে একটু নজর রাখ্—যদি দৈবি কেউ এ পথে আসে, আমি দুটো তিনটে বেত আচড়া সাপ ঝুল্‌ছে দেখেছিলুম।

১ম বক্ষক। সাপ ঝোলাস্ এখন, ঐ মাগী ওদিকে উধাও হলো!

২য় বক্ষক। ওবে, তাই ত বে,—চল্ চল্।

১ম বক্ষক। আরে দূব, ও কি কাঁটাবনের মায়া ছাড়তে পাবে! ঐ দেখ, ও দিক আবার ঘুবে আসচে!

২য় বক্ষক। ওবে চল্ চল্, ভাল্লুক তাড়াই গে চল, ও দিকটে ভাবি ভাল্লুকেব উৎপাত। ভাল এক কাজ পেয়েছি, কোথায় ভাল্লুকে বুক চিরে মেরে ফেল্‌বে দেখ্‌ব,—তা নয়, ভাল্লুক তাড়া।

১ম রক্ষক। ববাত দাদা বরাত—কি ক'রবে বল! [উভয়ের প্রস্থান।

(জনার প্রবেশ)

জনা। হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস ছাড় সমীরণ,
ঘোর ঘন,
গম্ভীর গর্জ্জনে কর ধারা বরিষণ।
মরেছে প্রবীর,

শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ !
অনল কেবল,
শোক নাই জনার হৃদয়ে।
তিমির-বসনে বজ্র-অগ্নি আভরণে
সাজ নিশা ভয়ঙ্করী,
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম।
ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভা,
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত
আছে থরে থরে হৃদয় মাঝারে,
হেরে জনা,—আর কেহ নাহি দেখে।
ভীষণ শ্মশানভূমি নিবিড় আঁধারে,
পুত্র, পুত্রবধূ মম লোটায় যথায় ;
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান
জনার অন্তরে,—
দেখে জনা, কেহ নাহি দেখে আর।
জ্বলে তায় প্রতিহিংসানল,
মূষল-ধারায়
শত্রুর শোণিত বিনা নির্ব্বাণ না হবে,
সে আগুন কভু না নিভিবে,
যতদিন রবে জনা ধরাতলে।
ভস্মীভূত হ'য়েছে সকলি,
জ্বলে স্মৃতি ভস্ম নাহি হয়।
নিশীথিনী
চামুণ্ডারূপিণী যথা আঁধার বসনে,
তাপধূমে চামুণ্ডারূপিণী জনা—

শত্রু-বক্ষ-রুধির-লোলুপা !
হুহুঙ্কারে হাঁক সমীরণ,
কঠোর কুলিশ পড় উচ্চবৃক্ষচূড়ে,
জ্বালো আলো দেখাতে আঁধার,
নিবিড় আঁধার প্রকৃতি বেড়িয়া রহ,
ঘোর তমঃ—
জনার হৃদয় মগ্ন যে তম-মাঝারে ।

(উলুকের প্রবেশ)

উলুক । জনা, জনা, দিদি !

জনা । দাবানল জ্বাল বনস্থলী,
দেখি দেখি কত তাপ তাহে ;
জ্বলে ঘোর প্রতিহিংসানল,
দেখি দেখি কত তাপ দাবানলে ।

উলুক । জনা, দিদি, একাকিনী এ ঘোর বনে কেন উন্মাদিনী
হ'য়ে বেড়াচ্চ ? গৃহে চল ।

জনা । কে তুমি ?

উলুক । তোমার সহোদর,—চিন্‌তে পাচ্ছ না ?

জনা । সহোদর ?
ব'ধেছ কি পাণ্ডব অর্জ্জুনে ?
পাণ্ডব-শোণিতে
বাছার কি করেছ তর্পণ ?
শকুনি গৃধিনী বজ্র-ওষ্ঠে
করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন ?
অরি-মুণ্ড ল'য়ে
রণস্থলে গেণ্ডুয়া কি খেলায় পিশাচ ?

শত্রু-মেদে কায়া পুষ্টি ক'রেছে মেদিনী ?
শত্রু-অস্থি-মালা প'রেছে কি রণভূমি ?
সহোদর !
সহোদর যদি, ত্বরা দেহ সমাচার,
নিষ্পাণ্ডবা ধরা তব শরে ?

উলুক। শুন ভগ্নি ! অজেয় পাণ্ডব,
পাণ্ডব সহায় চক্রধারী,
পাণ্ডব-বিজয় নরে না সম্ভবে কভু !
তাই রাজা শান্ত করি মন,
ক্ষান্ত দিয়া রণ,
পাণ্ডব-সখার পদে নেছেন শরণ।
হ'য়ে গেছে, যা ছিল কপালে ;
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি !
চল ঘরে,—
বনে কেন ভ্রম একাকিনী ?
ধৈর্য্য ধর—শোক পরিহর,
এস ঘরে, শোকে নাহি ফিরিবে কুমার।

জনা। কোথা ঘর ?
যথা পাণ্ডব-কিঙ্কর উচ্চ জয়-রবে
পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচারে ?
যথা পুত্রঘাতী সিংহাসন' পরে ?
বার বার শুনিয়াছি অজেয় পাণ্ডব,
সে কথা শুনা'তে কেন অরণ্যে এসেছ ?
ঘরে যাব ?—কোথা ঘর ?
ম'রেছে প্রবীর কে আছে আমার,—

শূন্যাকার, চারিদিকে ঘোর হাহাকার !
শুন, হাহা রবে হাঁকে সমীরণ !
শুন, হাহা রবে কুলিশ নিশ্বাস !
হাহা রবে বারির গর্জ্জন শুন !
উঠে হাহাকার,
অন্য রব নাহি কিছু আর !
হাহাকার-পূর্ণ দিশা !
হাহাকার জনার হৃদয়ে ।

উলুক । জান না কি সংসার অসার,
গোবিন্দের পাদপদ্ম সার !
শমনের কঠিন দুয়ার
শোকে কি খুলিবে ?
কুমার কি ফিরিবে তোমার ?

জনা । জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ ?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেই দিন হ'তে
দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি-মাঝে ;
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে করে স্তন-পান ;
জাগে মার মনে—
খুলে দু'টী প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধু-মুখে মৃদু হাসি ;
জাগে মার মনে—

আধভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ,
চুম্বন-গ্রহণ আশে লহর তুলিয়ে,
ঘন ঘন চাহে শিশু,
মার মনে জাগে নিরন্তর।
করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ডরে হেরে মায়ের বদন,
জাগে সে নয়ন মনে।
ধূলায় ধূসর
ক্ষুধা পেলে মা ব'লে বালক ধেয়ে আসে।
জান কি মায়ের মন ?
অসহায়, শত্রু-অস্ত্র-ঘায়
কুমার লোটায় বিকট শ্মশানভূমে !
হতপুত্র শত্রুর কৌশলে,
পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়,
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি !
জান না, ধর নি গর্ভে তারে,
জান না—জান না,—
কি বেদনা বেজে আছে বুকে।

উলুক। উন্মাদিনী-বেশে
ভ্রমি একাকিনী অরণ্য-মাঝারে
বেদনা কি হবে দূর ?
পুত্রহন্তা শত্রু তাহে যন্ত্রণা কি পাবে ?
পুত্রবধ-প্রতিশোধ হবে কি, ভগিনি,
হইলে অরণ্যবাসী ?

তবে,
কি কারণে অভাগিনী ভ্রম এ দশায় ?

জনা। প্রতিশোধ নাহি হবে ?
তবে পাপ প্রাণ কি কারণে রাখি—
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইতে।
নাহি শোক, নাহিক মমতা,
প্রতিহিংসানল শুধু জ্বলে,
ধূধূ ধূধূ চিতানল সম জ্বলে—
গ্রাসিবারে পুত্রহন্তা অরাতি অর্জ্জুনে,
মেলি শত করাল রসনা!
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা,
মার প্রাণে প্রতিহিংসা জ্বলে,
পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার,
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে!

উলুক। শোন শোন, কোথা যাও ?

জনা। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে।

[জনা ও তৎপশ্চাৎ উলুকের প্রস্থান।

(গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। আবার চল্, কোন্ দিকে গেল দেখি। বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, বিছে—সব তাড়াতে তাড়াতে যাই।

২য় রক্ষক। ওরে ওই দেখ, মা শতমুখী হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে।

(জনার পুনঃ প্রবেশ)

জনা। এলে কি মা কল-নিনাদিনি
অভাগিনী নিতে কোলে ?
দেখ, দেখ, পুত্রশোকাতুরা

দুহিতা তোমার তারা!
দেখ মাগো আঁধাব সংসার,
কেহ নাহি আব;
তাই রণস্থলে পুত্রে ফেলে
তোর কোলে জুড়াতে এসেছি।
দেখ মা গো, পশি অন্তস্তলে,
নিদারুণ হুতাশন জ্বলে,
কত তাপ বাড়ব-অনলে,
দাবানলে তাপ কিবা!
কত তাপ সহস্র তপনে!
ঈশানের ভালে বহ্নি—তাহে তাপ কিবা।
তাপহরা! হর এ দারুণ জ্বালা।
ওই শুন শুন গো জননি!
তরু, গুল্ম, অশরীরী প্রাণী
সবে কহে, ওই—ওই—অভাগিনী
শত্রুশরে পুত্রহারা।
শূন্যে শুন উঠিতেছে ধ্বনি,
ওই ওই অভাগিনী পুত্রহারা।
পুত্রহারা পুত্রহারা বব
শুন চারিদিকে,—
এ রব শুনিতে নারি আর!
শুয়ে তোর কোলে—
শীতল সলিলে নিশ্চিন্ত ঘুমা'ব মা গো,
ভবে ভ্রমি ক্লান্ত তোর সুতা।
ওই ওই হৈ হৈ রবে

চিতানলসম স্মৃতি জ্বলে—
দুলাল অঙ্কিত তায় !
ভাগীরথি !
তোর জলে নিবাইতে স্মৃতি,
এড়াইতে দারুণ জীবন-তাপ,
এসেছি মা ! বঞ্চনা করো না,
নন্দিনীরে নে গো কোলে !

(গঙ্গাজলে ঝম্পপ্রদান)

(গঙ্গার উত্থান)

গঙ্গা। আরে রে অর্জ্জুন,
কত সব তোর অত্যাচার !
কপট সমরে
বধেছিলি নন্দনে আমার—
পিতৃগুরু পিতামহে,
তাহে তোরে করিয়াছি ক্ষমা।
ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে,
আর তোর নাহিক নিস্তার,
শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নারিবে পামর !
জাহ্নবীর কোপানলে
অচিরে পাইবি প্রতিফল !
শোকানলে দগ্ধ জনা নন্দিনী আমার—
সে অনল দেছে মোর বুকে।
ভক্তপুত্রে ক'রেছ নিধন,
নিজ পুত্র-শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়,
দেখি তোরে কেমনে রাখেন চক্রপাণি !

আরে রে ফাল্গুনি,
বার বার আমারে চালনা !
যাও শূল, মহেশের কর ত্যজি
বভ্রুবাহনের তূণে ব'সো বাণরূপে,
চামুণ্ডার খড়্গ যাও যাও মণিপুরে,—
ক'রে এস অর্জ্জুনের রক্ত পান !
যাও চক্র, ত্যজি চক্রধরে
মণিপুরে অস্ত্রাগারে রহ,
কর গিয়ে অর্জ্জুনে নিধন।
শক্তি, পাশ, দণ্ড আদি দেব-প্রহরণ,—
বভ্রুবাহনের তূণে করহ প্রবেশ,
বধ বধ দুরন্ত অর্জ্জুনে।
দেছে জনা তাপানল বুকে,
অর্জ্জুন-শোণিতে কর শীতল আমায়। (অন্তর্দ্ধান)

(শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধ্বজের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো বীর, প্রপঞ্চ সকলি ;
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত ল'য়ে,
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার।
করি দেব-দৃষ্টি দান,—

ক্রোড় অঙ্ক

(কৈলাস—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা)

হের মতিমান !
ওই পুত্র, পুত্রবধূ তব

ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে
বিল্বদলে জবাফুলে
পূজিছে পার্ব্বতী-হরে ;
নাহি মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের দুগ্ধময়ী সলিল মাঝারে
মকরবাহিনী ভাগীরথী ;
হের জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ, মন কর স্থির।

(জনৈক ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব।— (গীত)

গান্ধারী টৌড়ী—ধামার।

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর।
কনকবরণী সনে নেহার হে দিগম্বর॥
ফণিমালা মণিমালা, ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা,
রাজীবচরণ দোলে, ক্ষরে তাহে রবিকর॥
দুগ্ধময়ী বারি-মাঝে, মকর-বাহিনী রাজে,
নলিনী-ভূষিতা বামা হের বরাভয়কর॥

নীল। অজ্ঞান-তিমির-বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন!

যবনিকা